জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষকদের জন্য
পরীক্ষামূলক সংস্করণ

শিক্ষক সহায়িকা
হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
দ্বিতীয় শ্রেণি

রচনা:

অধ্যাপক ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস

জয়দীপ দে

অর্চ্চনা সাহা

স্বপ্না রানী সিংহ

কেয়া বালা

শিল্প নির্দেশনা:

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০২৪

চিত্রাঙ্কন
উত্তম কুমার সাহা চৌধুরী
সজীব সেন

গ্রাফিক্স
জহিরুল ইসলাম ভূঞা সেতু

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর একটি নিয়মিত ও ধারাবাহিক কার্যক্রম। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর সর্বশেষ ২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। যুগের বিবর্তনে পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে তাল মেলাতে ও সামগ্রিক বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে একটি নিরাপদ, উন্নত ও উদ্ভাবনী দেশের মর্যাদায় পৌঁছাতে সক্ষম এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে একটি অভিন্ন কাঠামোতে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর) এর আলোকে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে সক্রিয় শিখন ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু অধিকতর বাস্তবায়নযোগ্য করার জন্য সকল পাঠ্যপুস্তকের সাথে সাথে শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে দেশীয় প্রেক্ষাপটে প্রয়োগযোগ্য আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে।

ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শীর্ষক শিক্ষক সহায়িকাটিতে নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলের ভিত্তিতে প্রতিটি পাঠের শিক্ষা উপকরণ, পাঠের বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, পরিকল্পিত কাজ, উপস্থাপন ও আলোচনা, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা ও মূল্যায়ন নির্দেশক সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকাটিতে শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের বিষয়গুলোর উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শিক্ষক সহায়িকার শেষে প্রথম শ্রেণির হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রমটি সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল আছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সংযোজিত বিস্তারিত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিখন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। এটি রচনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্ত পরিমার্জন ও সমন্বয় থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিক্ষক সহায়িকাটির পরীক্ষামূলক সংস্করণে অনাকাঙ্ক্ষিত ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত রাখার সর্বোচ্চ প্রয়াস সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে।

শিক্ষক সহায়িকাটিকে ত্রুটি মুক্তকরণে সম্মানিত সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

প্রফেসর মো: ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সাধারণ নির্দেশনা

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর সক্রিয় ও স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষক সহায়িকা আগের চেয়ে আরো শিক্ষার্থী-বান্ধব করা হয়েছে, যাতে অধ্যায়ভিত্তিক, সক্রিয় ও অনুসন্ধানমূলক শিখন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণির এই শিক্ষক সহায়িকায় যুগোপযোগী বিষয়বস্তু নির্ধারণের পাশাপাশি শিখন-শেখানো কার্যাবলি এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে। সকল শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ শিখন নিশ্চিত করার জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর শিখন দৃশ্যমান করা ও শিখন দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিখন সংগঠক (গ্রাফিক অর্গানাইজার) সংযোজন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নিশ্চিতকরণের সঠিকভাবে অর্জনের উদ্দেশ্যে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

১. প্রতি পাঠ শুরুর পূর্বে পাঠসংশ্লিষ্ট শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বিষয়বস্তু ও শিখন-শেখানো কার্যাবলি মনোযোগ সহকারে পড়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

২. শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন চহিদা বিবেচনা করবেন।

৩. সার্বিক মানসিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণ করবেন।

৪. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন।

৫. শিখন-শেখানো কার্যাবলিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) করার জন্য শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতাভেদে সকল শিক্ষার্থী যেন শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।

৬. পাঠসংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনা যথাসম্ভব অনুসরণ করবেন। যেমন-

- কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- শিক্ষার্থী কাজটা করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবেন।
- পাঠসংশ্লিষ্ট হাতে-কলমে কাজসমূহ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সম্পন্ন করবেন।
- যে সকল শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেবেন।
- পরিকল্পিত কাজে সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষার্থীকে ধারণা প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করবেন। ভুল ধারণা/অসম্পূর্ণ ধারণা প্রকাশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক থাকবেন। সময় নিয়ে যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য এ সকল ধারণা ব্যবহার করবেন।
- কাজের ফলাফল শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপস্থাপন করাবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্যাদাবোধ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।

৭. অধ্যায় শেষে পারদর্শীতার সূচক ব্যবহার করে পাঠ চলাকালে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়নরে মাধ্যমে শিখন অগ্রগতি নিশ্চত করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৮. শিক্ষার্থীর আন্ত:বিষয় (ওহঃবৎ-ফরপরঢ়ষরহধৎু) যোগ্যতাসমূহ [যেমন- শব্দভান্ডার, ভাষাগত দক্ষতা, গাণিতিক দক্ষতা, অংকন দক্ষতা, সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশি পরিচালনা দক্ষতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ক দক্ষতা] বিবেচনায় নিয়ে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করবেন।

৯. শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্বতা, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে প্রয়োজনে পাঠ সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে পারবেন।

১০. প্রতি পাঠের শেষে পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণের নমুনা/নির্দেশনা দেওয়া আছে। শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার পূর্বেই প্রদত্ত নমুনা/নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ প্রস্তুত করবেন এবং শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে যথাযথভাবে ব্যবহার করবেন।

১১. উপকরণ সংগ্রহ, তৈরি, ব্যবহার ও সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করবেন।

১২. শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ছাড়াও অন্য কোনো কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	স্রষ্টা ও সৃষ্টি, নিত্যকর্ম ও প্রার্থনা	১
দ্বিতীয়	আদর্শ জীবনচরিত	১৮
তৃতীয়	নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি	৩৮
চতুর্থ	ধর্মগ্রন্থ, দেব-দেবী, ধর্মীয় উৎসব ও সম্প্রীতি	৪৭
পঞ্চম	জীবজগৎ ও দেশপ্রেম	৭৬

প্রথম অধ্যায়
স্রষ্টা ও সৃষ্টি, নিত্যকর্ম ও প্রার্থনা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: সবকিছুর একজন স্রষ্টা আছেন তা জেনে বলতে পারা এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হতে পারা।

পাঠ বিভাজন: ৬

পাঠ-১: স্রষ্টা ও সৃষ্টি

শিখনফল: ১.১.১ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও নির্মাতার নাম বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: গান, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, মাইন্ডম্যাপিং, দলগত কাজ ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: মাটি, কাপড়, ইট, বালু, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি উপকরণ (খেলনা, পোশাক, ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি), প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদান বিশিষ্ট ছবি।

বিষয়বস্তু

আমাদের চারপাশে অসংখ্য বস্তু রয়েছে। বিচিত্র সেসব বস্তু। এই বৈচিত্র্যের কোনো শেষ নেই। আমাদের চারপাশে রয়েছে মাটি, জল, বাতাস, নদ-নদী, গাছ-পালা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি। সবকিছু মিলিয়ে অতি সুন্দর আমাদের এই পৃথিবী! এসব কিছুর স্রষ্টা একজন। তাঁকে আমরা ঈশ্বর বলি। স্রষ্টার সৃষ্ট উপাদানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ আরও অনেক কিছু নির্মাণ করেছে। ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, আসবাবপত্র, বইখাতা, পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, রেডিও-টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল প্রভৃতি মানুষের তৈরি। ঈশ্বর যেমন মানুষসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তেমনি মানুষও অনেক কিছু তৈরি করেছে। এমনি করে ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং মানুষের তৈরি উপাদান নিয়ে তৈরি হয়েছে আমাদের সুন্দর পৃথিবী।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

জয় ভগবান সর্বশক্তিমান
জয় জয় ভবপতি
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ
তোমাতেই থাকে মতি।

এ ধরনের ধর্মীয় গান সমবেতভাবে গাওয়ার মাধ্যমে বা কোনো আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য পরিবেশের ছবি/ভিডিও চিত্র দেখিয়ে এবং অভিজ্ঞতা থেকে নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন:

- ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?
- এসব কে সৃষ্টি করেছেন?
- ছবিতে মানুষের তৈরি কোনো বস্তু আছে?
- মানুষের তৈরি কয়েকটি জিনিসের নাম বলো।
- তোমার বিদ্যালয়ে মানুষের তৈরি কী কী জিনিস আছে?
- বাড়ির কাউকে তুমি কিছু তৈরি করতে দেখেছ? সেগুলোর নাম বলো।

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানে উৎসাহিত করবেন, প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

৪. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। আজ আমরা নিকট পরিবেশের বস্তু (স্রষ্টার সৃষ্ট ও মানুষের তৈরি) ও নির্মাতার নাম সম্পর্কে জানব।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

শিক্ষক মাটি, ধাতু, ইট, বালু, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি উপকরণ দেখিয়ে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে এক এক জনকে প্রশ্ন করবেন:

- তুমি কী দিয়ে খেলতে পছন্দ করো?
- আমাদের পোশাক কে তৈরি করেন?
- ঘর কে তৈরি করেছেন?
- পিপাসা পেলে আমরা কী পান করি?
- রাতের আকাশে কী কী দেখতে পাও?
- জল, বাতাস.নদ-নদী. চাঁদ, তারা প্রভৃতি কে সৃষ্টি করেছেন?

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে স্রষ্টার সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করবেন।
- উপকরণ প্রদর্শন করবেন।
- একটি দলকে ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু এবং অন্যদলকে মানুষের তৈরি বস্তু (ছবি ও ছবির বাইরে থেকে) আলোচনার ভিত্তিতে আলাদা করার পরামর্শ দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উত্তর শুনবেন।
- স্রষ্টার সৃষ্ট ও মানুষের তৈরি বস্তু নিয়ে দুটি মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন।

দল: লক্ষ্মী

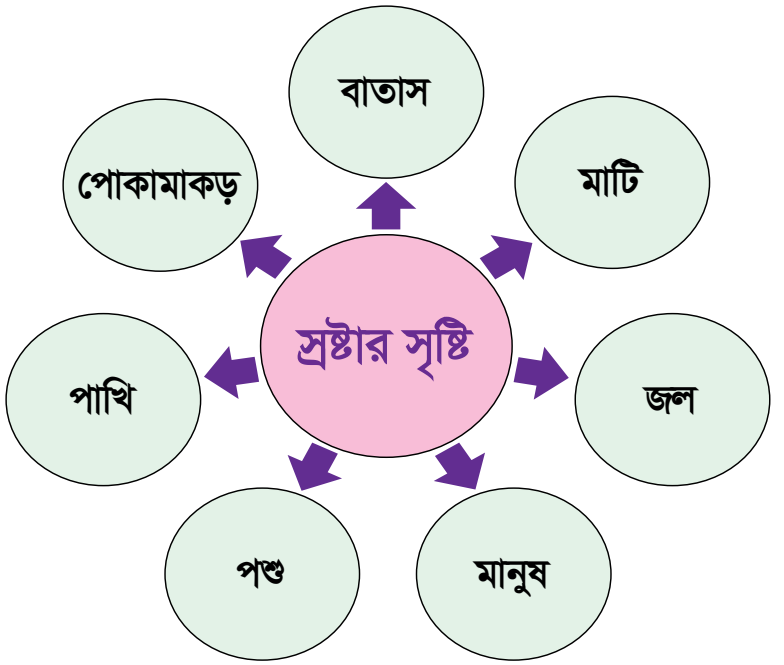

দল: সরস্বতী

মাইন্ডম্যাপ তৈরি শেষে শিক্ষার্থীদের এক এক করে পড়ে শোনাবেন এবং স্রষ্টার সৃষ্টি ও মানুষের তেরি বস্তুগুলো বুঝিয়ে বলবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: শ্রেণিকক্ষের ভিতরে কিংবা বাইরে ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং মানুষের তৈরি বিভিন্ন বস্তু রয়েছে। আমরা এসব বস্তুর নির্মাতা সম্পর্কে জানতে পেরেছি এবং আনন্দলাভ করেছি।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ

পাঠ-২: ঈশ্বরের সৃষ্টি

শিখনফল: ১.১.২ 'বৃক্ষ-লতা-পাতা, জীব-জগৎ প্রভৃতির স্রষ্টা একজন' সে সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, খেলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: নিসর্গদৃশ্য, ভিডিও চিত্র /ছবি।

বিষয়বস্তু

চারদিকে তাকিয়ে দেখি। কী সুন্দর এ পৃথিবী! সবুজ গাছপালা, বাতাসে দোল খাওয়া ফসলের মাঠ, সাদা মেঘের পালতোলা আকাশ। কুলকুল রবে বয়ে যাওয়া নদী। প্রত্যেকেই কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়ে যাচ্ছে।

গাছ থেকে আমরা ফুল-ফল-কাঠ পাই, নদী থেকে জল, মেঘ থেকে বৃষ্টি। এসব দিয়েই আমাদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়।

আমাদের মাতাপিতা আমাদের অনেক কিছু দেন। তাঁরা আমাদের চাওয়া অনুযায়ী অনেক কিছু সাজিয়ে রাখেন। সেভাবেই যেন কেউ আমাদের জন্য সবকিছু সাজিয়ে রেখেছেন। কে এতো সুন্দর করে প্রকৃতিকে সাজিয়ে রেখেছেন? কার করুণাধারায় আমাদের জীবন এতো আনন্দময়? পরম করুণাময় স্রষ্টাই আমাদের জন্য এতো আয়োজন করে রেখেছেন। তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে আজ আমরা জানব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন এবং আনন্দদায়ক কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. এরপর শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিসর্গ দৃশ্যের ছবি/ ভিডিও চিত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

- ছবিতে আমরা কী কী দেখতে পাচ্ছি?
- এসব জিনিস আমাদের জীবনে কী কী কাজে আসে?
- কে এসব জিনিস সৃষ্টি করেছে?
- এসবের মধ্যে কোন কোন জিনিস ঈশ্বরের সৃষ্টি?
- এগুলো ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর পাওয়ার জন্য কিছুটা সময় অপেক্ষা করবেন। ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তা গ্রহণ করবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'স্রষ্টার সৃষ্টি' লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। বলবেন, আজ আমরা স্রষ্টার সৃষ্টিসমূহ সম্পর্কে জানব।

খ. মূলপাঠ

১. প্রদর্শন ও আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের নদী আকাশ বাতাস গাছ পাখি ফুল আঁকা (আঁকতে না পারলে অন্তত লিখে) একটি করে A4 সাইজের কাগজ দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের দুটো লাইনে বিভক্ত করাবেন।
- দুটো লাইনকে মুখোমুখি দাঁড় করাবেন।
- তাদেরকে কার্ডগুলো বুকের উপর ধরে প্রদর্শন করতে বলবেন।
- একটি লাইন স্থির থাকবে। আর একটি লাইন সামনের দিকে অগ্রসর হবে।
- চলমান লাইনের সদস্যরা পাশের লাইনের সদস্যদের তাদের পরিচয় (নাম) ও মানুষের কী উপকারে আসে জানতে চাইবে।
- শিক্ষার্থীরা উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- খেলাটি শেষ হলে সবাইকে জিজ্ঞেস করবেন তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন।
- শিক্ষার্থীদের তাদেরকে দেওয়া কার্ডগুলো টেবিল/ হাই বেঞ্চ/ সুবিধামত কোনো স্থানে সাজিয়ে রাখতে বলবেন।
- তাদের আলোচনা করতে বলবেন, তাদের দলে কোন কোন জিনিস আছে।
- এর বাইরে তারা ঈশ্বরের কোন কোন সৃষ্টির নাম জানে জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বোর্ডে স্রষ্টার সৃষ্টির একটি মাইন্ডম্যাপ তৈরি করুন। নিচে একটি নমুনা দেওয়া হলো।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: আমাদের চারদিকে ঈশ্বরের সৃষ্টিসমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এ সৃষ্টিসমূহ আমাদের জীবন আনন্দময় করেছে। ঈশ্বরের করুণাময় রূপ তাঁর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৩: স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস

শিখনফল: ১.১.৩ সর্বশক্তিমান হিসেবে স্রষ্টাকে বিশ্বাস করতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পর্যবেক্ষণ, দলগত কাজ ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: নিসর্গদৃশ্য (দিন-রাত), ভিডিও চিত্র/ ছবি।

বিষয়বস্তু

আমরা ঘরে বাস করি। এই ঘরের একজন নির্মাতা আছে। ঘরের মধ্যে অনেক আসবাবপত্র থাকে। এই আসবাবপত্রগুলির অনেক নির্মাতা আছে। যে বেঞ্চে বসে তোমরা পড়ালেখা করছ, তারও একজন নির্মাতা আছে। যে বাগানে গাছপালা লাগায় তারও নাম আছে। এভাবে আমরা অনেক নির্মাতার নাম জানি। রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, মালি ইত্যাদি। আবার আমরা আকাশে সূর্য উঠতে দেখি। চাঁদ উঠতে দেখি। দিন হয়। রাত্রি হয়। কখনও ঝড় বৃষ্টি হয়।

এখন ঘর, দুয়ার, স্কুল প্রভৃতির নির্মাতার নাম আমরা বলতে পারি। কিন্তু সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-নিসর্গের নির্মাতা বা স্রষ্টার নাম আমরা সহজে বলতে পারি না। কিন্তু তাঁর কথা আমরা শুনেছি, জেনেছি। এই স্রষ্টার নাম ঈশ্বর। তিনি সব সৃষ্টি করেছেন। দিন-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম যে একটা নিয়মের মধ্য দিয়ে হয়, তারও স্রষ্টা এই ঈশ্বর। আমাদের ভালোর জন্য মঙ্গলের জন্য তিনি সব সৃষ্টি করেছেন। এই স্রষ্টা ঈশ্বরকে আমরা ভক্তি করব। ভালোবাসব। বিশ্বাস করব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং প্রকৃতি সংক্রান্ত একটি গান বা কবিতা পরিবেশন করে শ্রেণিকক্ষে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য শিক্ষক নিসর্গদৃশ্যের ছবি/ ভিডিও চিত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন-

- ছবিতে কী কী আছে?
- ছবিতে কে কী করছে?
- ছবির এইসব কে সৃষ্টি করেছেন?
- এখন দিন না রাত?
- আমরা চাইলেই কি বৃষ্টি হবে?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।
৪. শিক্ষার্থীদের নিকট আজকের পাঠের উদ্দেশ্য (স্রষ্টা সর্বশক্তিমান) ব্যাখ্যা করবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন বস্তু দেখিয়ে সেগুলোর নাম বলতে বলবেন। সেগুলো কে তৈরি করেছেন তা জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষার্থীরা নাম বললে শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন এবং পাশে নির্মাতার নাম লিখবেন। যেমন-

বস্তুর নাম	নির্মাতার নাম
ঘর	রাজমিস্ত্রি
চেয়ার	কাঠমিস্ত্রি
বই	ছাপাখানা
চক	কারিগর

এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানালা দিয়ে/বাইরে নিয়ে গিয়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরের প্রকৃতি দেখতে বলবেন এবং প্রশ্ন করবেন। গাছ কে বানিয়েছে? এখন দিন না রাত্রি? কখন রাত হবে? এখন আমরা চাইলেই কি বৃষ্টি হবে?

তাহলে ঘর, চেয়ার যে কোনো একজন চেষ্টা করলেই বা শিখলেই বানাতে পারবে কিন্তু গাছপালা, দিন-রাত্রি, ঝড়-বৃষ্টি কেবল একজনই সৃষ্টি করতে পারেন। আর তিনি হলেন ঈশ্বর। এভাবে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে এগুলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন তা ব্যাখ্যা করবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। প্রতিটি দলের নাম দেবেন।
- মানুষের তৈরি জিনিসপত্রসহ একটি নিসর্গদৃশ্যের ছবি দেখিয়ে প্রত্যেক দলের শিক্ষার্থীদের ছবি দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। প্রশ্ন করবেন, কোনগুলো মানুষের তৈরি এবং কোনগুলো ঈশ্বরের সৃষ্টি।
- শিক্ষক বোর্ডে যে কটি দল করবেন সে কটি ঘর করবেন। প্রতিটি ঘরে দলের নাম লিখবেন। ছবি দেখে

এক একটি দল উত্তর বলবে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক সঠিক উত্তর বোর্ডে লিখে দেবেন। লেখা শেষে শিক্ষার্থীদের এক এক করে পড়ে শোনাবেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন তা বুঝিয়ে বলবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সার-সংক্ষেপ: আমাদের চারপাশের যা কিছু আছে তার কিছু মানুষের তৈরি আর কিছু ঈশ্বরের তৈরি। ঈশ্বর যা তৈরি করতে পারে মানুষ তা তৈরি করতে পারে না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান তা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে।

পাঠ সমাপ্তি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

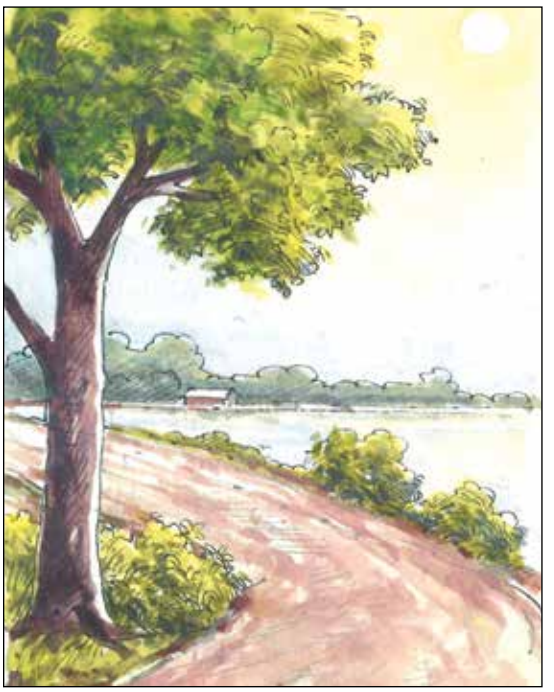

দিন

রাত

পাঠ-৪: ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন

শিখনফল: ১.১.৪ স্রষ্টা বা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা অনুশীলন করতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, দলগত কাজ ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: প্রার্থনারত ভিডিও চিত্র/ ছবি।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। আমরা অর্থাৎ মানুষও

এই সৃষ্টির অংশ। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, অন্তর্যামী ও বিচারকর্তা। যখন মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান হয় তখন মানুষ বিস্মিত হয়। এই বিস্ময় হতেই আসে বিশ্বাস। এত বড়ো তিনি, এত মহৎ তিনি। ধীরে ধীরে মানুষের মনে এই বিশ্বাস বাড়তে থাকে। পূর্ণ ভক্তি জন্মায়। জগতের সবকিছুই যখন ঈশ্বরের তৈরি তখন আমাদের সকল কিছুর জন্য তাঁর শরণাপন্ন হতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন হয় ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপন করা। এই সংযোগ স্থাপনই হলো প্রার্থনা। অর্থাৎ মানুষ ভালো থাকার জন্য ঈশ্বরের নিকট যে আকুতি জানায় তাই প্রার্থনা। প্রার্থনা বিভিন্নভাবে করা যায়। নীরবে, সরবে, গান গেয়ে, বিভিন্ন রকম আসন করে প্রার্থনা করা যায়। প্রার্থনার সঙ্গে আছে ভক্তির সম্পর্ক। ভক্তি না থাকলে প্রার্থনা হয় না। আছে শ্রদ্ধার সম্পর্ক।

এই প্রার্থনা ও ভক্তি থেকেই ঈশ্বরের প্রতি মানুষের নির্ভরতা তৈরি হয়। তৈরি হয় ঈশ্বরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানো পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২. শিক্ষক প্রথমে নিজে এবং পরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিচের গানটি গাইবেন।

তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে।।

গানটি গাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন–

- গানটি কার উদ্দেশে গাওয়া হয়েছে?
- গানের মধ্য দিয়ে কী চাওয়া হয়েছে?
- এই রকম গান কীভাবে গাইতে হয়?
- আর কী কী ভাবে প্রার্থনা করা যায়?

শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আরও কিছু সংযোজন করে আজকের পাঠের শিরোনাম 'ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন' ঘোষণা করবেন। বোর্ডে লিখবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের নিকট আজকের পাঠ "স্রষ্টা বা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও প্রার্থনা" সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবেন।

৪. শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম " স্রষ্টা বা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা " লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রার্থনারত ছবি দেখিয়ে প্রার্থনা সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবেন।
- কী কী ভাবে প্রার্থনা করা হয়, কখন কখন প্রার্থনা করা হয় তা বুঝিয়ে বলবেন।
- প্রার্থনা করার বিভিন্ন আসন শিক্ষক নিজে করে দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের করতে বলবেন।
- প্রার্থনা করার জন্য আসনগুলি অনুশীলন করাবেন। এর জন্য নিচে বসার মাদুরের ব্যবস্থা করবেন (যদি সম্ভব হয়)।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে সোজা হয়ে বসে দুই হাত বুকের কাছে নিয়ে হাত জোড় করে চোখ বন্ধ করে সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্র বলবেন:

ওঁ জয় জয় দেবি চরাচরসারে
কুচযুগ-শোভিত-মুক্তাহারে,
বীণারঞ্জিত-পুস্তক-হস্তে
ভগবতি ভারতি দেবি নমোহস্তু তে।

- সরস্বতী বিদ্যার দেবী। শিক্ষার্থীরা সরস্বতী দেবীর কাছে বিদ্যা প্রার্থনা করে থাকে। তাই এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রার্থনা অনুশীলন করা সহজ হবে।
- শিক্ষক নিজে কয়েকবার বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে দেবেন।
- তারপর এক এক করে কয়েকজনকে প্রার্থনা করতে দেবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

উপসংহার

সার-সংক্ষেপ: ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। মানুষ তা বিশ্বাস করে। এ জন্য মানুষ ভগবানকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। ধীরে ধীরে মানুষের মনে এই বিশ্বাস বাড়তে থাকে। ভগবানের প্রতি পূর্ণ ভক্তি জন্মায়। মানুষ তার ভালো থাকার জন্য যে শক্তির নিকট আকুতি জানায় তাই প্রার্থনা। প্রার্থনা বিভিন্নভাবে করা যায়। নীরবে, সরবে, গান গেয়ে বিভিন্ন রকম আসন করে প্রার্থনা করা যায়।

পাঠসমাপ্তি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

প্রার্থনারত

পাঠ-৫: উপাসনায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

শিখনফল: ১.১.৫ শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছনতা এবং ঈশ্বরের উপাসনার জন্য নিত্যকর্মের প্রয়োজনীয়তা জেনে অনুশীলন করতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, গান, দলগত কাজ ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: প্রভাত সংগীত, নিত্যকর্ম এবং পরিষ্কার ও অপরিষ্কার পরিবেশের ভিডিও চিত্র /ছবি।

বিষয়বস্তু

সুস্থ ও সুন্দর থাকার অন্যতম উপায় হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে জীবনযাপন করা। এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কেবল দেহের নয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি সব কিছুর মধ্যে পরিচ্ছন্নতা থাকতে হবে। কারণ মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নির্ভর করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। তিনি নিরাকার ও সাকার উভয়রূপে বিরাজমান। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নিরাকার ও সাকার উভয়রূপেই ঈশ্বরের উপাসনা করে থাকে। উপাসনার মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের আনুগত্য লাভ করে। এর ফলে পাপ দূর হয়ে পুণ্য অর্জন হয়। ভক্তিভরে ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত। উপাসনা অর্থ এক মনে ঈশরকে স্মরণ করা। মানুষ পূজা, ধ্যান, গান ও আসনের মাধ্যমে উপাসনা করে থাকে। প্রতিদিন নিয়ম করে যে সকল কাজ সম্পন্ন করা হয় তাকে নিত্যকর্ম বলে। নিত্যকর্মকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন- ১। প্রাতঃকৃত্য, ২। পূর্বাহ্নকৃত্য, ৩। মধ্যাহ্নকৃত্য, ৪। অপরাহ্নকৃত্য, ৫। সান্ধ্যকৃত্য ও ৬। রাত্রিকৃত্য।

প্রতিটি কাজ সময়ের সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। যেমন সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধোয়া। উপাসনার জন্য পরিষ্কার কাপড় পরা। সন্ধ্যার সময় আবার হাত-মুখ পা ধুয়ে পড়তে বসা ইত্যাদি। তাই নিত্যকর্ম অনুসরণ করলে প্রতিটি কাজ সময়মত সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। একইভাবে সময়মত খাওয়া, ঘুম, শরীরচর্চা, আরাধনা ইত্যাদির ফলে শরীর ও মন ভালো থাকে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একটি নগরকীর্তন বা প্রভাত সংগীতের ভিডিও/ছবি অথবা শিক্ষক নিজে গাইবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থীর জানা থাকে তাকে সাথে গাইতে বলবেন। শেষ হলে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন–

- তোমরা এই রকম গান শুনেছ কিনা?
- অন্য কারও অন্য রকম কোনো গান জানা থাকলে তার থেকে শুনতে চাইবেন।
- এই গুলো শুধু গান নয়, প্রার্থনা সংগীতও তা বুঝিয়ে বলবেন।
- সকালে উঠে তোমরা কী কী করো?
- কেন হাত মুখ ধুতে হয়?
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য হাত মুখ ধুতে হয় এবং এর মধ্য দিয়ে নিত্যকর্ম শুরু হয় তা বুঝিয়ে বলবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে শিরোনাম লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য (শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ঈশ্বরের উপাসনার জন্য নিত্যকর্মের

প্রয়োজনীয়তা) শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন।

খ. মূলপাঠ:

১. প্রশ্ন-উত্তর আলোচনা

- ➢ নিত্যকর্ম সম্বলিত ভিডিও/ ছবিগুলো প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে ছবিগুলো ভালোভাবে দেখতে বলবেন।

এক একটি ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন। প্রয়োজনে উত্তরদানে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করবেন।

- ছবিতে কী কী দেখতে পাচ্ছ?
- ছবিতে কে কী করছে?
- কখন আমরা এই কাজ করি?
- স্কুলে আমরা কেন যাই?
- আমরা পোশাক পরিবর্তন কেন করি?
- দুপুরে আমরা কী করি?

- ➢ প্রশ্নোত্তরে শিক্ষার্থীদের সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত যে যে কাজ করা হয় তাকে নিত্যকর্ম বলে। প্রার্থনা নিত্যকর্মের অংশ। নিত্যকর্ম অনুসরণ করলে প্রতিদিন একটি নিয়মের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করা যায়। আবার নিয়ম অনুসরণ করলে সুস্থ থাকা যায়, শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষক সংশ্লিষ্ট পরিষ্কার ও অপরিষ্কার পরিবেশের ভিডিও চিত্র /ছবি শিক্ষার্থীদের দেখাবেন এবং সকলকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলবেন।
- তারপর দুই বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি বসিয়ে দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক দলে একজন দলনেতা নির্বাচন করতে বলবেন।
- শিক্ষক ছবি দুটিতে কী কী আছে, কে কী করছে প্রত্যেক দলে তা আলোচনা করতে বলবেন। দলে আলোচনার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- প্রথমে পরিষ্কার ছবি ও পরে অপরিষ্কার ছবি থেকে প্রাপ্ত তথ্য বোর্ডে পাশাপাশি লিখবেন। ছবি দুটির তুলনা করে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন যে, শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রতিটি কাজে প্রয়োজন।
- নিজের শরীর, নিজের বাড়ি-ঘর এমনকি নিজেদের বিদ্যালয়ও নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা প্রয়োজন।
- শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন নিত্যকর্মের অনুশীলন করার কথা বুঝিয়ে বলবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: ভোর থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত মানুষ যে সকল কাজ করে সবই নিত্যকর্ম। নিত্যকর্মকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি সময়ের জন্য নির্দিষ্ট কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কাজগুলোর

সাথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই নিত্যকর্ম মেনে চলা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য।

পাঠসমাপ্তি: পাঠশেষে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

নিত্যকর্মের ছবি

দাঁতব্রাশরত

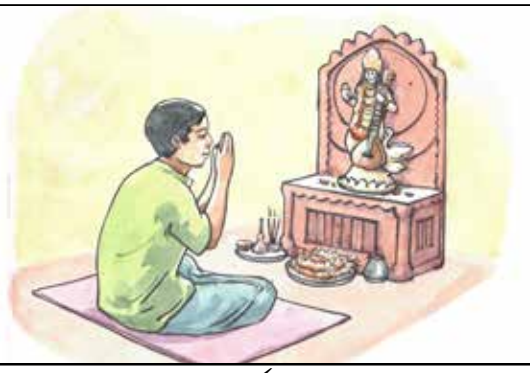

প্রার্থনারত

পাঠরত

খেলাধুলারত

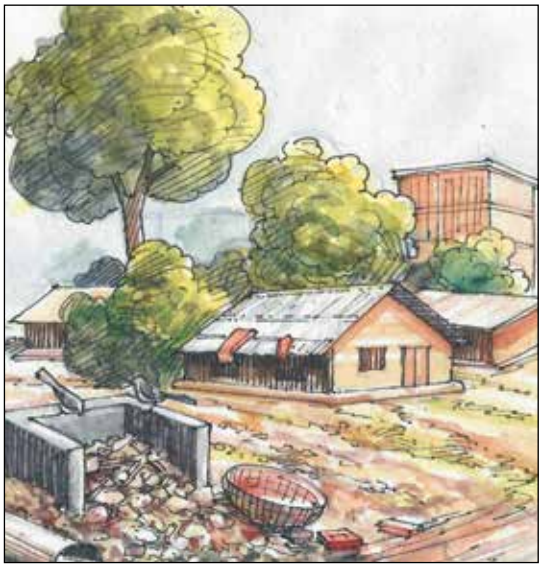

অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ

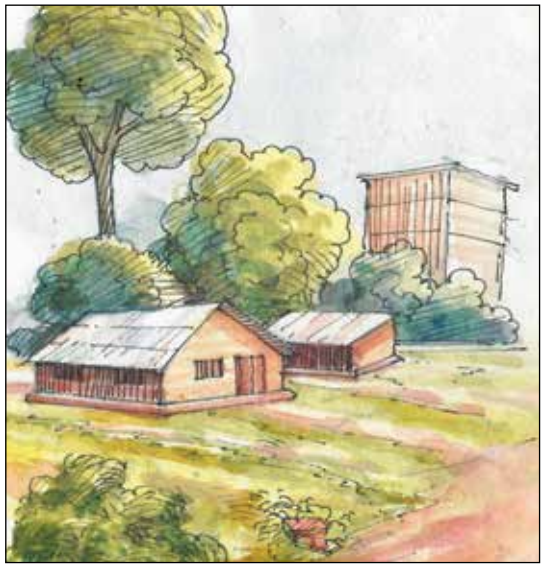

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ

পাঠ-৬: নিত্যকর্মে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

শিখনফল: ১.১.৫ শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ঈশ্বরের উপাসনার জন্য নিত্যকর্মের প্রয়োজনীয়তা জেনে অনুশীলন করতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, অনুশীলন ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: নিত্যকর্ম এবং পরিষ্কার ও অপরিষ্কার পরিবেশের ভিডিও চিত্র /ছবি।

বিষয়বস্তু

শাস্ত্রে আছে 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ'। অর্থাৎ ছাত্রজীবনে অধ্যয়ন করাই তপস্যা বা প্রধান কাজ। কিন্তু অধ্যয়ন করতে গেলে চাই সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন। শরীর সুস্থ রাখতে নিয়মিত শরীরের যত্ন প্রয়োজন। অসুস্থ থাকলে কোনো কিছুই ভালোভাবে করা যায় না। সুস্থ শরীরে অনেক কঠিন কাজও আনন্দের সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ছয়টি সময়ে নিত্যকর্মকে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি সময়ের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার জন্যই এই ভাগ।

এ কাজগুলো এবং তার প্রয়োজন নিম্নরূপ-

সকালে উঠে ব্যায়াম করা। ব্যায়ামের ফলে শরীরে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়। শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে প্রয়োজন স্নান করা এবং পরিষ্কার কাপড় পরা। তা না হলে চর্মরোগ হতে পারে। তারপর পাঠাভ্যাস করা । এর মধ্যে খাওয়া দাওয়া সম্পন্ন করা। বিদ্যালয়ে যাওয়া। বিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে আবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া। বিকেলে খেলাধুলা করা। খেলাধুলা করলে শরীর ও মন উভয়ই ভালো থাকে। সন্ধ্যায় ঈশ্বরবন্দনা করা। সরাসরি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা। বিদ্যালয় থেকে দেওয়া বাড়ির কাজ সম্পন্ন করা। রাতের খাবার গ্রহণ এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমিয়ে ঈশ্বরের নাম নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া। সবকিছুর সঙ্গেই কিন্তু যুক্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হলে কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে হবে না। নিত্যকর্মের নিয়ম মেনে চললে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা যায়। তেমনি ঈশ্বরের উপাসনায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা একান্ত প্রয়োজন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময়ের করবেন এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গতকালের পাঠ থেকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। শিক্ষার্থীদের বলবেন গতকাল আমরা যা আলোচনা করেছিলাম তা তোমাদের কতটা মনে আছে দেখি।

- নিত্যকর্ম কী?
- নিত্যকর্মকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
- যে কোনো দুটি নিত্যকর্মের নাম সময়সহ বলো।
- নিজেকে ছাড়াও আর কী কী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়?
- একটি প্রার্থনা সংগীত কে গাইতে পারবে?

শিক্ষক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য হাত মুখ ধুতে হয় এবং এর মধ্য দিয়ে নিত্যকর্ম শুরু হয় তা বুঝিয়ে বলবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আলোচনা করবেন বলে পাঠ ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে শিরোনাম লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য (শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ঈশ্বরের উপাসনার জন্য নিত্যকর্মের প্রয়োজনীয়তা) শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন।

খ. মূলপাঠ

১. গল্পের মাধ্যমে প্রশ্ন-উত্তর আলোচনা

নিচের গল্পটি শিক্ষার্থীদের বলুন অথবা সংশ্লিষ্ট কোনো ভিডিও দেখতে দিন।

বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার পর শিশুরা সাধারণত দৌড়ে বাসায় ফেরে। তখন তারা ক্ষুধার্ত থাকে। ঘরে ফিরেই তাড়াতাড়ি খেতে চায়। অভি একদিন বিদ্যালয় থেকে বাসায় আসে। বাসায় এসেই সে তাদের পোষা বিড়ালটাকে কোলে নিয়ে আদর করে। তারপর জুতাজোড়া এদিক সেদিক ছুঁড়ে মারে। মোজা না খুলেই ঘরে ঢোকে। বইয়ের ব্যাগটিও বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে। তারপর চিৎকার করে মায়ের কাছে খেতে চায়। অরিজিতের মা তখন তার খাবার নিয়ে রুমে ঢুকেন। ঢুকে দেখেন অভি হাত পা না ধুয়েই খেতে বসেছে। তিনি অভিকে খাবারের নিয়ম মনে করিয়ে দেন। তখন অভি ব্যাগ, জুতা মোজা জায়গামত রেখে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে। অরিজিতের মা ছেলেকে যত্ন করে খেতে দেন। অরিজিতের মা একজন সচেতন মহিলা। তিনি জানেন যে, নোংরা হাতে খেলে মানুষ অসুস্থ হতে পারে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রতিটা বেলায় খাবারের ব্যাপারে সচেতনতা প্রয়োজন। তাই তিনি তাঁর ছেলে-মেয়েদেরও সেই শিক্ষা দেন।

এবার শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন। প্রয়োজনে উত্তরদানে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করবেন।

- গল্পের শিশুটির নাম কি?
- অভি কী কী করেছে?
- কোথা থেকে ফিরেছে?
- অভি কী কী ভুল করেছে?
- হাত না ধুলে কী হতো?
- কীভাবে প্রার্থনা করি?

সকালে ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত যদি নিত্যকর্ম অনুসরণ করে চলা যায় তবে সুস্বাস্থ্য নিয়ে সকল কাজ করা যায়, শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষক দুই বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি বসিয়ে দলে ভাগ করবেন।
- তারা প্রতিদিন বিদ্যালয় থেকে ফিরে কে কী করে প্রত্যেক দলে তা আলোচনা করতে বলবেন। দলে আলোচনার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের কী করা উচিত তা আলোচনা করে ঠিক করতে বলবেন।
- দলগত আলোচনার সময় শিক্ষক প্রতি দলে সহযোগিতা দিয়ে আলোনার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখবেন।
- এরপর প্রতি দল থেকে যে কোনো একজনকে বলতে দেবেন।
- শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যে প্রতিটি কাজে প্রয়োজন তা তাদের বুঝিয়ে দেবেন।
- সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কী কী কাজ করা হয় তা কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
- প্রতিদিন নিত্যকর্মের অনুশীলনের মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাপন করা যায় তা বলবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: শরীর সুস্থ রাখতে নিয়মিত শরীরের যত্ন প্রয়োজন। সুস্থ শরীরে অনেক কঠিন কাজও আনন্দের সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ছয় বেলা নিত্যকর্মকে ভাগ করা হয়েছে। এজন্য প্রতিটি সময়ের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতে পারে। নিত্যকর্মের নিয়ম মেনে চললে যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা যায় তেমনি ঈশ্বরের উপাসনাও করা যায়।

পাঠসমাপ্তি: পাঠশেষে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

<table>
<tr><td> </td><td>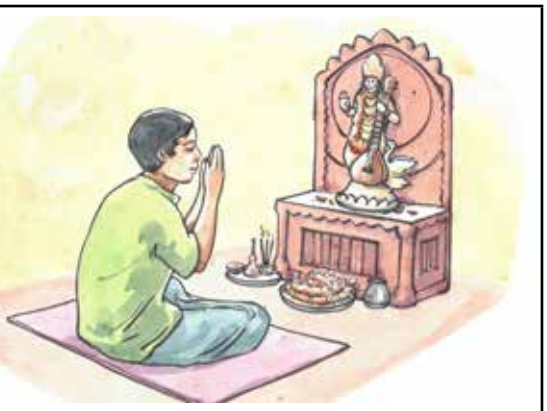</td></tr>
<tr><td>দাঁতব্রাশরত</td><td>প্রার্থনারত</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত</td><td>খেলাধুলারত</td></tr>
</table>

পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ও পারদর্শিতার মাত্রা

ক্রমিক	বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ	পারদর্শিতার মাত্রা		
					ভালো	খুব ভালো	উত্তম
১	[১] সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখে নিজ নিজ ধর্মের আদর্শ, বিধি-বিধান এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলন করা।	১.১ সবকিছুর একজন স্রষ্টা আছেন তা জেনে বলতে পারা এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হতে পারা।	08.02.01.01 PI- 01	সবকিছুর একজন স্রষ্টা আছেন সে ধারণা প্রকাশ করতে পারছে।	বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বস্তু ও নির্মাতার নাম বলতে পারছে।	নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও নির্মাতার নাম জেনে চিহ্নিত করতে পারছে।	সবকিছুর স্রষ্টা ঈশ্বর সেটা চিহ্নিত করতে পারছে।
			08.02.01.02 PI- 02	ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে।	ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে।	ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য নিজ ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে।	প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ২.১ ধর্মীয় ব্যক্তিগণ যে ধর্মাচরণ করেন তা জেনে বলতে পারা এবং ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ হতে পারা।

পাঠ বিভাজন: ৬

পাঠ-১: হরিচাঁদ ঠাকুর

শিখনফল: ২.১.১ ধর্মীয় ব্যক্তিগণের ধর্মাচরণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, মাইন্ড ম্যাপিং, অনুশীলন ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: ১ম শ্রেণির ২য় অধ্যায়ের পাঠ-১-এর ছবি ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ছবি/ চিত্র/ ভিডিও।

বিষয়বস্তু

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর। ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চ ফরিদপুর জেলার (বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলা) কাশিয়ানি উপজেলার ওড়াকান্দি গ্রামে হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম যশোমন্ত ঠাকুর। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। মায়ের নাম ছিল অন্নপূর্ণা।

শৈশবে লেখাপড়ার খুব একটা সুযোগ হয়নি তাঁর। কিন্তু তাঁর ছিল প্রখর বুদ্ধি আর কাজের উদ্যম। তিনি ধর্মীয় বিভেদ জাতিভেদ মানতেন না। তন্ত্রমন্ত্রের জটিলতা এড়িয়ে গেছেন। কেবল হরিবোল উচ্চারণের কথা বলেছেন। হরিবোলের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রার্থনা করার মতবাদ প্রচার করেন। পরবর্তী সময়ে যা মতুয়াবাদ নামে পরিচিতি পায়। সে সময় ছিল নীলকরদের অত্যাচার। তিনি নীলকরদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে লড়াই করেছেন। তিনি ভক্তদের ১২টি আদেশ বা আজ্ঞা মেনে চলতে বলেছিলেন। এগুলিকে সংক্ষেপে দ্বাদশ আজ্ঞা বলা হয়।

হরিচাঁদের জন্ম হয়েছিল মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে। প্রতিবছর চৈত্র মাসের এ দিনে ওড়াকান্দিতে মতুয়া মহামেলা হয়। এ মেলাকে বারুণীর মেলাও বলা হয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২. এরপর শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রথম শ্রেণির কয়েকজন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন-

- তোমরা কী এই ছবিগুলো আগে দেখেছ?
- কার ছবি?

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দিবেন, তোমরা ১ম শ্রেণিতে এঁদের সম্পর্কে জেনেছ। এবার এই শ্রেণিতে

আরও মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী সম্পর্কে জানব।

এবার হরিচাঁদ ঠাকুরের ছবি টাঙিয়ে প্রশ্ন করবেন।

- ছবিটি কার তোমরা বলতে পারবে?

৩। শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে পাঠের শিরোনাম 'হরিচাঁদ ঠাকুর' লিখবেন।

৪। আজকে আমরা মহাপুরুষ হরিচাঁদ ঠাকুর সম্পর্কে জানব। আজকের পাঠের উদ্দেশ্য (হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মস্থান কোথায়? তাঁর মা-বাবার নাম কী? তিনি কী কী কাজ করেছেন?) বলবেন।

খ. মূলপাঠ

প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

- নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে হরিচাঁদ ঠাকুরের পরিচয় তুলে ধরবেন।
  - > হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের জন্য কী কী করেছিলেন?
  - > তাঁর মাতাপিতার নাম কী?
  - > তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
  - > ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য তিনি কী করতে বলেছেন?
  - > বারুণী মেলা কখন হয়?
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বোর্ডে তার জীবনীর মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন।

- শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।
- শিক্ষার গুরুত্ব দিতে গিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছেন "খাও বা না খাও তা'তে কোনো দুঃখ নাই/ ছেলে পিলে শিক্ষা দেও এই আমি চাই"– এটি উল্লেখ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হরিচাঁদ ঠাকুরের পরিচয় সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম– বিষয়টি বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের হরিচাঁদ ঠাকুরের মতো করে বসার অনুশীলন করাবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন হরিচাঁদ ঠাকুর। ভালো করে পড়ালেখা করলে যে কেউ উন্নতি করতে পারে।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

উপকরণ

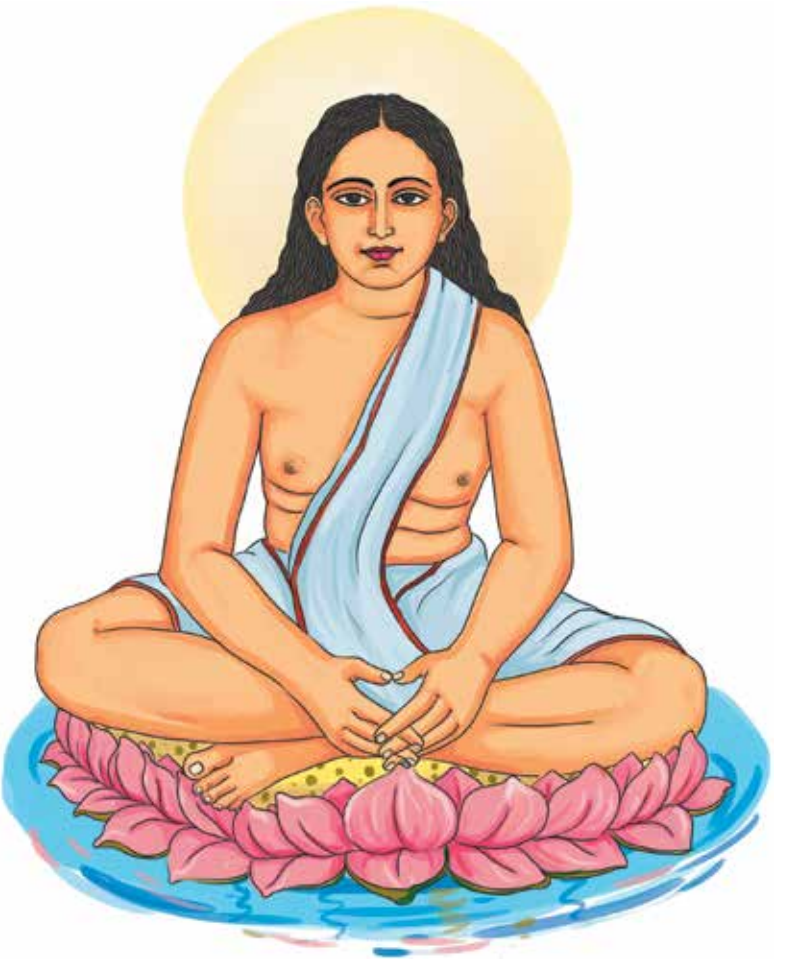

হরিচাঁদ ঠাকুর

পাঠ-২: লোকনাথ ব্রহ্মচারী

শিখনফল: **২.১.১** ধর্মীয় ব্যক্তিগণের ধর্মাচরণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, মাইন্ডম্যাপিং, জোড়ায় কাজ ইত্যাদি

শিখন-শেখানো উপকরণ: লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ছবি/ চিত্র/ ভিডিও, বাণীর চার্ট।

বিষয়বস্তু: লোকনাথ ব্রহ্মচারী

লোকনাথ ব্রহ্মচারী একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তিনি ভক্তদের কাছে প্রচার করতেন জীবের ভালো করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

১৭৩০ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম লোকনাথ ঘোষাল। তাঁর বাবার নাম রামনারায়ণ আর মায়ের নাম ছিল কমলা দেবী। এগারো বছর বয়সে তিনি ভগবান গাঙ্গুলির নিকট দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হন। ঘর ছেড়ে পথে বের হন। তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন বাল্যবন্ধু বেণীমাধব। ভগবান গাঙ্গুলীও তাঁদের পথ দেখিয়েছেন বহুদিন। হিমালয় পর্বতে গিয়ে তিনি কঠোর যোগ সাধনা করেন। পৃথিবীকে জানতে বের হয়েছিলেন বিশ্বভ্রমণে। পরিভ্রমণ করেছিলেন আফগানিস্তান, ইরান, আরব, ফিলিস্তিন, চীন, তিব্বত ও সাইবেরিয়া অঞ্চল। একসময় তিনি একা বাংলা অঞ্চলে আসেন। বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লার দাউদকান্দি আসেন। সেখানে এক ভক্তের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে সোনারগাঁও-এর বারদী গ্রামে আসেন। বারদীর জমিদার নাগ মহাশয়ের দেওয়া জমিতে তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৯০ সালে বারদীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বারদী আশ্রমের প্রবেশ মুখেই তাঁর সমাধি মন্দির রয়েছে। প্রতি বছর ১৯শে জ্যৈষ্ঠ সেখানে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান দিবস উৎসবে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাবেশ ঘটে। এছাড়া প্রতিদিন অসংখ্য ভক্ত বারদীতে আসেন। তাঁরা সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঢাকা-চট্টগ্রামের পথে মোগড়াপাড়া মোড় থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে মেঘনা নদীর তীরে বারদী আশ্রম অবস্থিত।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাঁর ভক্তদের অভয়বাণী শুনিয়েছেন। তিনি সবসময় তাঁদের রক্ষা করার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন- "রণে বনে জলে জঙ্গলে, যখনই বিপদে পড়িবে। আমাকে স্মরণ করিও, আমিই রক্ষা করিব।"

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
২. এরপর শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ছবি/ ভিডিও চিত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন-

- ছবিটি কার?
- কোথায় তাঁর আশ্রম আছে?

৩। শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে পাঠের শিরোনাম 'লোকনাথ ব্রহ্মচারী' লিখবেন।
বলবেন, আজকে আমরা মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী সম্পর্কে জানব। আজকের পাঠের উদ্দেশ্য (লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মস্থান কোথায়? তাঁর মা-বাবার নাম কী? তিনি কী কী কাজ করেছেন? তিনি ভক্তদের মাঝে কী প্রচার করতেন?) বিষয়বস্তুর আলোকে বলবেন।

খ. মূলপাঠ

প্রশ্নোত্তর

- নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পরিচয় তুলে ধরবেন।
  - > লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম কী ছিল?
  - > তাঁর মাতাপিতার নাম কী?
  - > তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
  - > কোথায় তাঁর আশ্রম?
  - > প্রতিবছর কখন তাঁর তিরোধান দিবস উৎসব হয়?
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় নিম্নরূপ তথ্য দিয়ে বোর্ডে তাঁর জীবনীর মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন।

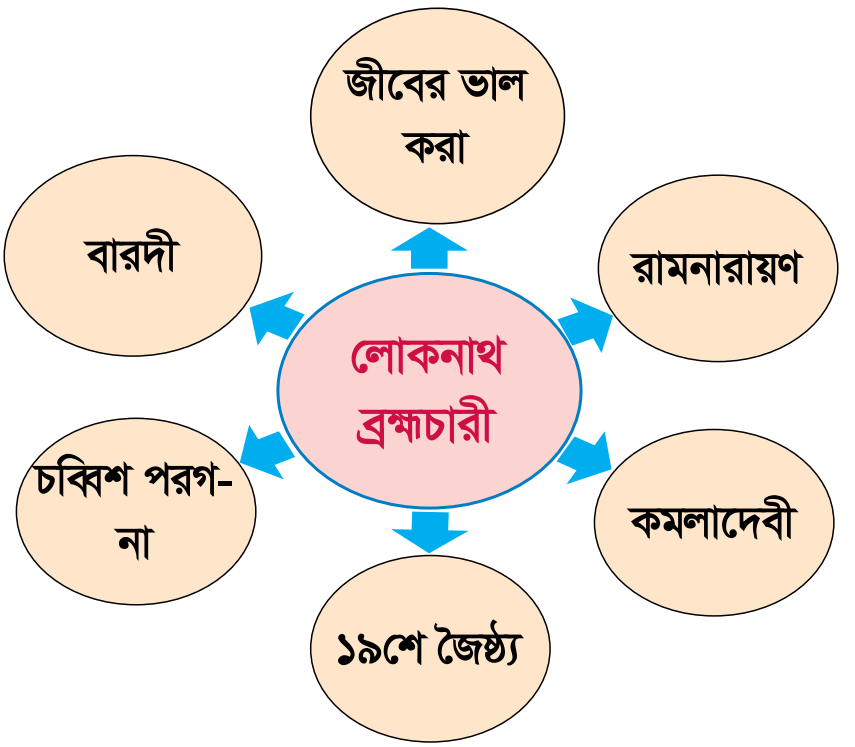

জোড়ায় কাজ

- বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর অভয়বানী ও শ্রেষ্ঠ ধর্মসংক্রান্ত বানীর চার্ট ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বার বার পড়ে শোনাবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বাণী দুটি অনুশীলন করতে দেবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনতে চাইবেন।
- তিনি সর্ব অবস্থায় ভক্তদের তাঁকে স্মরণ করতে বলেছেন। একথা শিক্ষার্থীদের বলবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: জীবের ভালো করা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেছিলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী। তাই সর্বদা আমাদের জীবের সেবা করা উচিত।

পাঠ সমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

উপকরণ

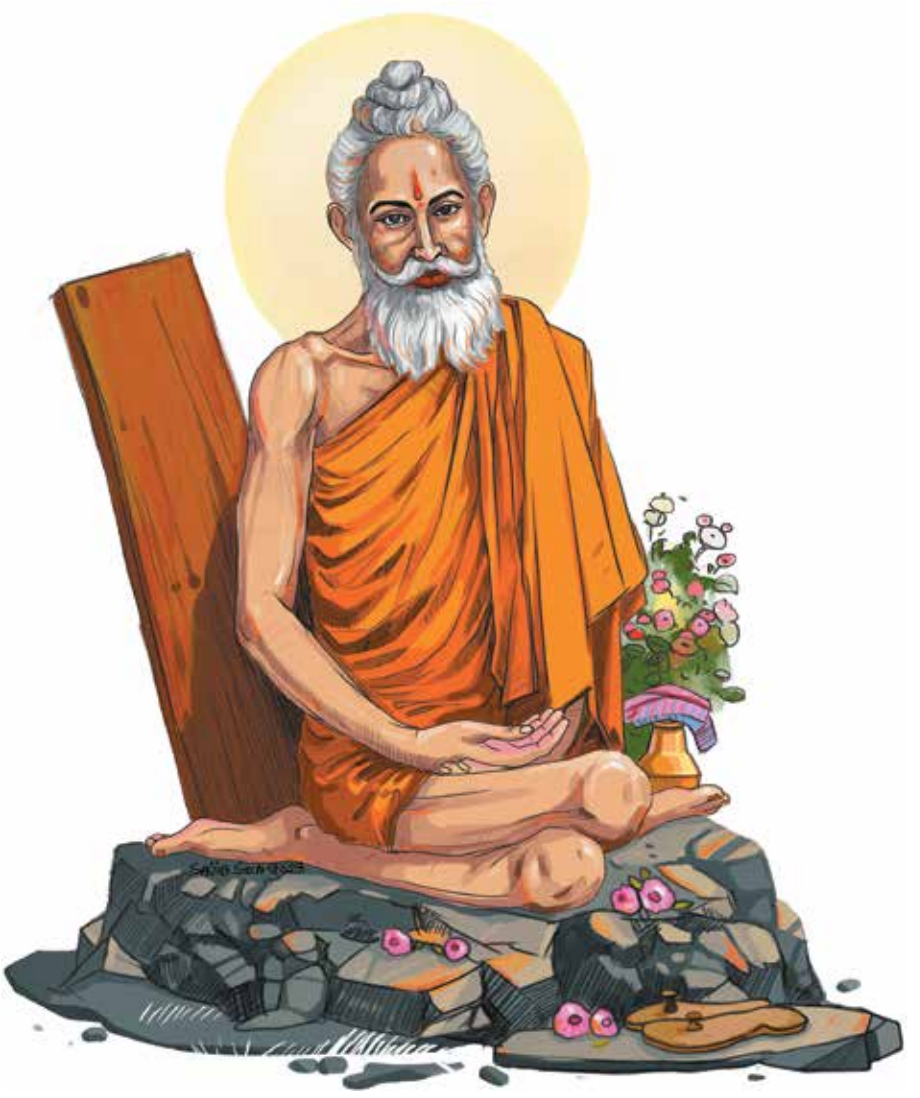

লোকনাথ ব্রহ্মচারী

পাঠ-৩: রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শিখনফল: **২.১.১** ধর্মীয় ব্যক্তিগণের ধর্মাচরণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একক কাজ, মাইন্ডম্যাপিং ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি/ চিত্র/ ভিডিও।

বিষয়বস্তু:

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

১৮৩৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় আর মা চন্দ্রমণি দেবীর চতুর্থ ও শেষ সন্তান তিনি। দেবতা বিষ্ণুর নামে পিতা পুত্রের নাম রাখেন গদাধর। গদাধরের পড়াশোনায় খুব একটা মন ছিল না। কিন্তু জানার আগ্রহের শেষ ছিল না। কখনো পিতার নিকট, কখনো গ্রাম্য কথকদের নিকট, কখনো পুরীগামী তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান ও কাহিনি শুনতেন। দারুণ স্মরণশক্তি থাকায় এতেই তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা হয়ে যায়।

একসময় রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে রামকৃষ্ণ পুরোহিতের কাজ পান। গ্রাম্য সহজ লোকগল্প দিয়ে তিনি ধর্মের গভীর কথা সাধারণের সামনে তুলে ধরতেন। গোঁড়ামি আর কুসংস্কার থেকে তিনি সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিতে সরল পথ দেখান। সে সময়কার দেশ-বিদেশের বিখ্যাত সব মনীষী তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হতেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। ১৮৮৬ সালের ১৫ আগস্ট মাত্র ৫০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ছিল, 'যত মত তত পথ'।

তাঁর মৃত্যুর পর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর আদর্শে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর স্ত্রী সারদা দেবী সংঘমাতা হিসেবে মঠের দায়িত্ব পালন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বে রামকৃষ্ণের কথা ছড়িয়ে দেন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে একটি শ্যামা সংগীতের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২. এরপর শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি/ ভিডিও চিত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন-

- ছবিটি কার?
- তোমাদের কার কার বাসায় তাঁর ছবি আছে?
- তাঁর সম্পর্কে তোমরা কে কী জানো?

৩। শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৪। আজকের পাঠের উদ্দেশ্য (রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান কোথায়? তাঁর মা-বাবার নাম কী? তিনি কী কী কাজ করেছেন? তিনি কীভাবে ধর্ম প্রচার করতেন? তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি কী ছিল?) বলবেন।

খ. মূলপাঠ

একক কাজ

প্রশ্নোত্তর

- নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরিচয় তুলে ধরবেন।
  - ✓ তাঁর মাতাপিতার নাম কী?
  - ✓ তিনি কীভাবে জ্ঞান অর্জন করেছেন?
  - ✓ কীভাবে তিনি ধর্ম প্রচার করতেন?
  - ✓ কে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন?
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বোর্ডে তাঁর জীবনীর মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরিচয় সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম– বিষয়টি বলবেন।
- রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 'যত মত তত পথ' উক্তিটির অর্থ বুঝিয়ে বলবেন।
- অবশেষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আরও একটি শ্যামাসংগীত গাইতে গাইতে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: ধর্মের জটিল দিকে না গিয়ে রামকৃষ্ণ সহজ পথে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের পথ দেখিয়েছিলেন। সকল মত ও পথকে সম্মান জানাতে বলেছিলেন তাঁর ভক্তদের।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

উপকরণ

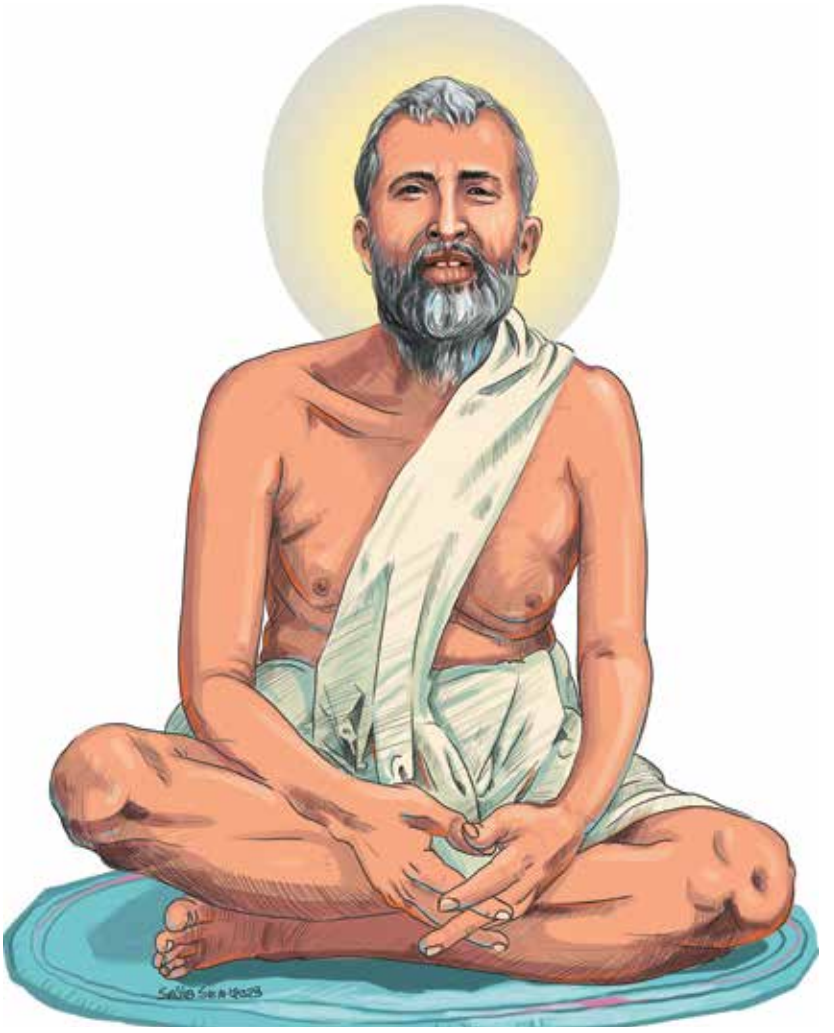

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

পাঠ- ৪: ভগিনী নিবেদিতা

শিখনফল: **২.১.১** ধর্মীয় ব্যক্তিগণের ধর্মচারণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, মাইন্ডম্যাপিং, জোড়ায় কাজ ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: ভগিনী নিবেদিতার ছবি/ চিত্র/ ভিডিও।

বিষয়বস্তু: ভগিনী নিবেদিতা

একজন বিদেশী হয়েও ভারতের নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য অনেক কাজ করে গেছেন ভগিনী নিবেদিতা।

১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর তিনি আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেল। মাতার নাম ছিল মেরি ইসাবেলা। ১৮৯৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডন সফরে গিয়েছিলেন। সেখানকার এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। স্বামীজির মুখে বেদান্ত দর্শনের কথা শুনে তিনি স্বামীজির অনুসারী হয়ে যান। এর তিন বছর পর তিনি কলকাতায় এসে স্বামীজির কাছ থেকে দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা। ভারতবর্ষের নারীদের শিক্ষার আলো দিতে সে বছরই তিনি একটি মেয়েদের স্কুল স্থাপন করেন। তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সে বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন।

তিনি দেখলেন, ভারতের মানুষের জন্য ধর্মচর্চা থেকে ব্রিটিশের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া জরুরি। এজন্য ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি অনেক কাজ করেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। কলকাতায় মহামারি প্লেগ ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় যুবকদের সহায়তা নিয়ে রোগীদের সেবা করেন। বস্তি এলাকা পরিষ্কার করেন। ১৯০২ সালে স্বামীজির মৃত্যুর পর তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে ১৯১১ সালে মাত্র ৪৪বছর বয়সে তিনি দার্জিলিং-এ মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি শিক্ষার জন্য, স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছেন। বিশ্বমানবতার সেবায় তাঁর অবদান চির স্মরণীয় হয়ে আছে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২. এরপর শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য ভগিনী নিবেদিতার ছবি/ ভিডিও চিত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন-

- ছবির এই মহীয়সী নারীকে তোমরা চেন?
- তাঁর নাম কি বলতে পারবে?
- তোমরা কি জানো তিনি কার শিষ্যা হয়েছিলেন?

৩। শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৪। আজকে আমরা মহীয়সী ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে জানব। আজকের পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে (স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর কোথায় দেখা হয়? কী শুনে তিনি স্বামীজির শিষ্যা হয়েছিলেন? ভারতবর্ষে এসে তিনি কী কী কাজ করেছিলেন?) বিষয়বস্তুর আলোকে বলবেন।

খ. মূলপাঠ

একক কাজ

প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

- নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে ভগিনী নিবেদিতার পরিচয় তুলে ধরবেন।
  - ✓ ভগিনী নিবেদিতা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
  - ✓ তাঁর পিতার নাম কী?
  - ✓ তাঁর মাতার নাম কী?
  - ✓ দীক্ষা নেবার আগে তাঁর নাম কী ছিল?
  - ✓ তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
- নারীশিক্ষার জন্য নিবেদিতা কী করেছিলেন?
- ভগিনী নিবেদিতা মহানুভবতার এক অনন্য উদাহরণ। তিনি নিপীড়িত ভারতবাসীকে দেখে তাদের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। এমনকি নিজের জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের এ মহিমার কথা শিক্ষার্থীদের বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বোর্ডে তার জীবনীর মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন ।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভগিনী নিবেদিতার পরিচয় সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম– বিষয়টি বলবেন।

২. জোড়ায় কাজ

- পোস্টার পেপারে নিম্নরূপ একটি তালিকা পূর্বেই তৈরি করবেন।

ভগিনী নিবেদিতা	ভারতবর্ষের নারীদের শিক্ষার আলো দিতে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন।
	ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছেন।
	বিশ্বমানবতার জন্য কাজ করেছেন।
	হরিচাঁদ ঠাকুরের শিষ্যা ছিলেন।
	অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে মাত্র ৪৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

- শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করবেন।
- বলবেন– আমরা একটি সত্য ও মিথ্যা নির্ণয়ের খেলা খেলব। আমি একটি বাক্য বলব, প্রত্যেক জোড়া তা নিয়ে আলোচনা করে ঠিক করবে বাক্যটি সত্য না মিথ্যা।
- একটু সময় দেবেন আলোচনার জন্য। তারপর যে কোনো জোড়াকে বলতে বলবেন।
- অন্য জোড়াদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন তারা সঠিক বলেছে কি না।
- এভাবে তালিকায় থাকা সকল বাক্য পড়ে শোনাবেন ও সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করতে বলবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: দেশ জাতি ধর্মের চেয়ে বড়ো মানবতা। ভগিনী পরাধীন ভারতবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে 'সবার উপর মানুষ সত্য' কথাটি আবার প্রমাণ করেছেন।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

উপকরণ

ভগিনী নিবেদিতা

পাঠ-৫: ধর্মীয় ব্যক্তিদের জীবনাচরণ অনুসরণ

শিখনফল: **২.১.২** ধর্মীয় ব্যক্তিদের জীবনাচরণ অনুসরণ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, অভিনয়, দলগত কাজ, ভূমিকাভিনয়, গল্পবলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি/ চিত্র/ ভিডিও।

বিষয়বস্তু

আমাদের সমাজে এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা শুধু নিজের কথা না ভেবে সমাজ ও দেশের কথা ভাবেন। অন্যের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন দিতেও পিছপা হন না। এ ধরনের ব্যক্তিদের আমরা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী বলে থাকি। তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আমরা ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হই এবং ভালো

মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি। এমন ধর্মীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন শ্রীচৈতন্য, সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ। শ্রীচৈতন্যের জীবনাদর্শ ছিল সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে সকল মানুষকে সমান চোখে দেখা। সারদা দেবীর জীবনাদর্শ ছিল অন্যের দোষ না দেখে নিজের দোষ দেখা এবং অল্পতেই তুষ্ট থাকা। আবার স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ ছিল জীবকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করা। আমরা উল্লিখিত ধর্মীয় ব্যক্তিদের জীবনাদর্শগুলো নিজ আচরণে অনুসরণ করব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠসংশ্লিষ্ট কোনো গান, কবিতা, গল্প বলে আনন্দদায়ক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২. পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য গত পাঠের একজন মহাপুরুষের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন:

- বলো তো এটি কোন মহাপুরুষের ছবি?
- আগের ক্লাসে তো তোমরা তাঁর সম্পর্কে জেনেছ। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি কেউ বলতে পারবে?
- শিক্ষার্থীদের উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৪ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। তিন-চারজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন ।

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য নিজ আচরণে ধর্মীয় ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ অনুসরণে বলবেন।

খ. মূলপাঠ

১. দলগত কাজ

ভূমিকাভিনয়

নিচের গল্পটিকে অবলম্বন করে একটি ভূমিকাভিনয় করাবেন।

ক) শুরুতেই ৫ জন শিক্ষার্থীকে অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করবেন।

খ) নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ডেকে এনে কীভাবে অভিনয় করতে হবে তা বুঝিয়ে বলবেন।

গল্প বলা:

এক একজন এক এক নামে ঈশ্বরকে ডাকে। কিন্তু সবার শেষ গন্তব্য ঈশ্বরকে পাওয়া। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিভিন্ন ধর্ম চর্চা করে দেখেছেন সকল মতই সঠিক। সব পথেই ঈশ্বরের দেখা মেলে। তাই বলেছেন যত মত তত পথ। তিনি মজার মজার গল্পের মাধ্যমে ধর্মের কঠিন কঠিন বিষয়গুলো সহজভাবে সবার সামনে তুলে ধরতেন। তাঁর বলা এমনই একটি গল্প। (অভিনয় শুরুর আগে শিক্ষক সবার উদ্দেশ্যে বলবেন)

একজন জঙ্গল থেকে ফিরে তার বন্ধুদের বলল, একটু আগে জঙ্গলে লাল রঙের একটি প্রাণী দেখলাম।

আরেক বন্ধু বলল, আমিও দেখেছি, তবে লাল নয় হলুদ।

আর একজন তেড়ে এলো, হলুদ কাকে বলছ, ওটা তো সবুজ। আমি দেখেছি।

আর একজন গম্ভীর গলায় বলল, ওটা সবুজ নয় বাদামি।

এ নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হলো।

তখন এক সাধু যাচ্ছিলেন পথ দিয়ে। তিনি বললেন, আমি এই জঙ্গলে থাকি। রাতদিন ঐ প্রাণীটাকে দেখি। ওটা বর্ণচোরা। গিরগিটি। কখনো লাল হয় কখনো সবুজ। কখনো হলুদ কখনো বা বাদামি। তোমরা যে যা বলেছ সবই সঠিক।

ধর্মের ব্যাপারেও এটা সত্য। যে যেভাবে দেখে সেটাই সত্য। এটা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করা আর নিজের মতকে বড়ো ভাবার কিছু নেই। যত মত তত পথ।

- অভিনয় শেষে শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করবেন:
  - ✓ প্রথম বন্ধুটি কোন রঙের প্রাণী দেখেছিল?
  - ✓ বন্ধুরা কী নিয়ে তর্ক শুরু করেছিল?
  - ✓ পথ দিয়ে কে যাচ্ছিলেন?
  - ✓ প্রাণীটির আসল নাম কী ছিল?
  - ✓ এ গল্প থেকে আমরা কী শিখলাম?

[অন্যের মতকে সম্মান জানাতে হয়। নিজেই ঠিক, অন্যরা ভুল– এ ধারণা ঠিক নয়। অন্যের মতকে মর্যাদা দিলে তোমার মতের প্রতিও অন্যরা মর্যাদা দেখাবে– এ কথাগুলো শিক্ষার্থীদের বলবেন।]

এবার উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসা করবেন– তোমরা কী করতে?

- শিক্ষার্থীদের এবার কোন খাবার সেরা তা নিয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা অন্যের মতামত শুনতে কতটা আগ্রহী তা লক্ষ করবেন। এ আলোচনার মাধ্যমে পরমত সহিষ্ণুতায় শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন।

২. একক কাজ

গল্প বলা

- গল্পটি শিক্ষার্থীদের শোনাবেন এবং তাদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।

১৮৯৯ সালে কলকাতায় প্লেগ মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। রামকৃষ্ণ মিশন একটি কমিটি গঠন করে। ভগিনী নিবেদিতা এর সম্পাদক হন। নিবেদিতার আহ্বানে তরুণরা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যোগ দেয়। তাদের নিয়ে তিনি বস্তি এলাকা পরিচ্ছন্ন করতে শুরু করেন।

নিবেদিতা নিয়মিত চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করতেন। রোগীদের সেবা দিতেন।

বাগবাজারের প্লেগ রোগীদের চিকিৎসার দায়িত্বে একজন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি একদিন বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের বাইরে নিবেদিতা বসে আছেন।

নিবেদিতা একটি শিশুরোগীর খবর জানার জন্য এসেছেন। কাজে ব্যস্ত থাকায় এতদিন খবর নিতে পারেন নি।

চিকিৎসক বললেন,'অবস্থা খুবই খারাপ, বাঁচে কিনা সন্দেহ।'

নিবেদিতা ছুটে গেলেন রোগীর বাড়িতে। স্যাঁতসেঁতে জীর্ণ কুটিরে সে শিশুটির বাস। তিনি শিশুটির সেবার ভার নেন। নিজে ঘরটি পরিষ্কার করেন। নিজ হাতে ঘর চুনকাম করেন। রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও রাত জেগে সেবা করেন। দুদিন পর নিবেদিতার কোলেই শিশুটি মারা যায়। মৃত্যুর আগে তাঁকেই মা মনে করে শিশুটি 'মা' 'মা' বলে আঁকড়ে ধরে। নিবেদিতার চোখের জল আর বাধ মানল না। ঝরঝর করে পড়ল শিশুটির গায়ে।

- শিক্ষার্থীদের বলবেন, তোমার বাসায় একজন রোগী থাকলে তার সেবায় কী করবে? যারা বলতে চাও হাত তোলো।
- কয়েকজনকে মতামত দিতে সুযোগ দেবেন। তাদের ধারণাগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বোর্ডে একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: সকলের মত ও পথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তাহলে অন্যরাও আমাদের প্রতি সম্মান দেখাবে।
পাঠ সমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

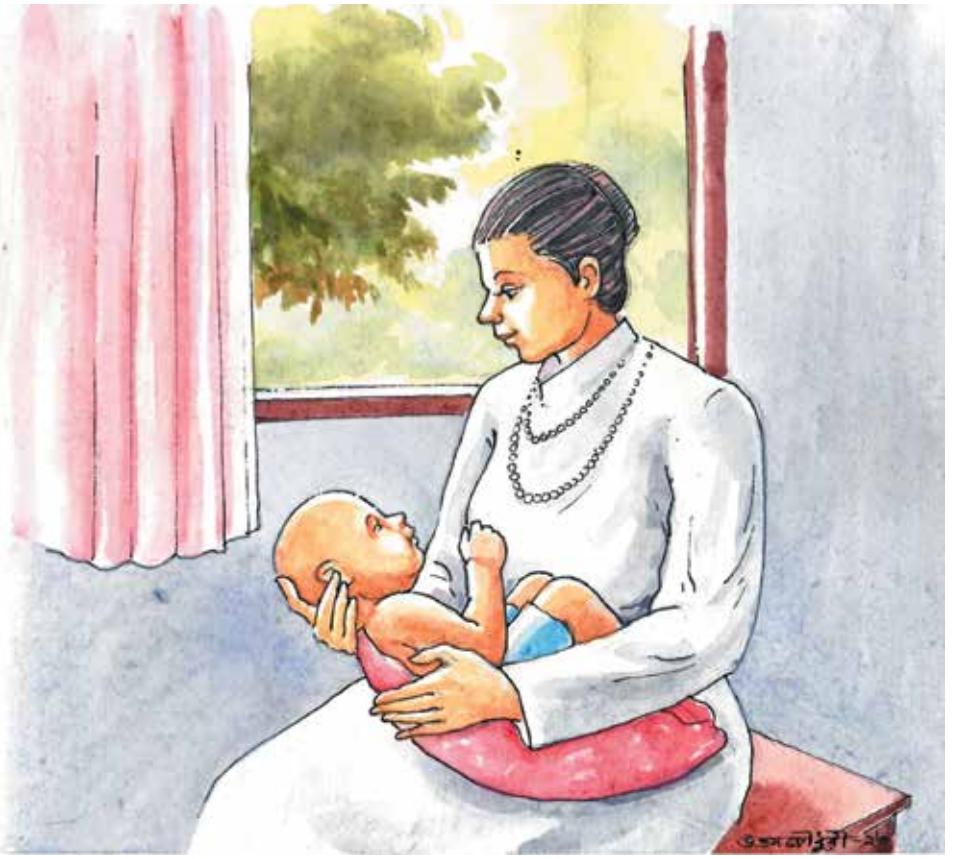

ব্যাধিগ্রস্ত শিশুর পরিচর্যারত ভগিনী নিবেদিতা

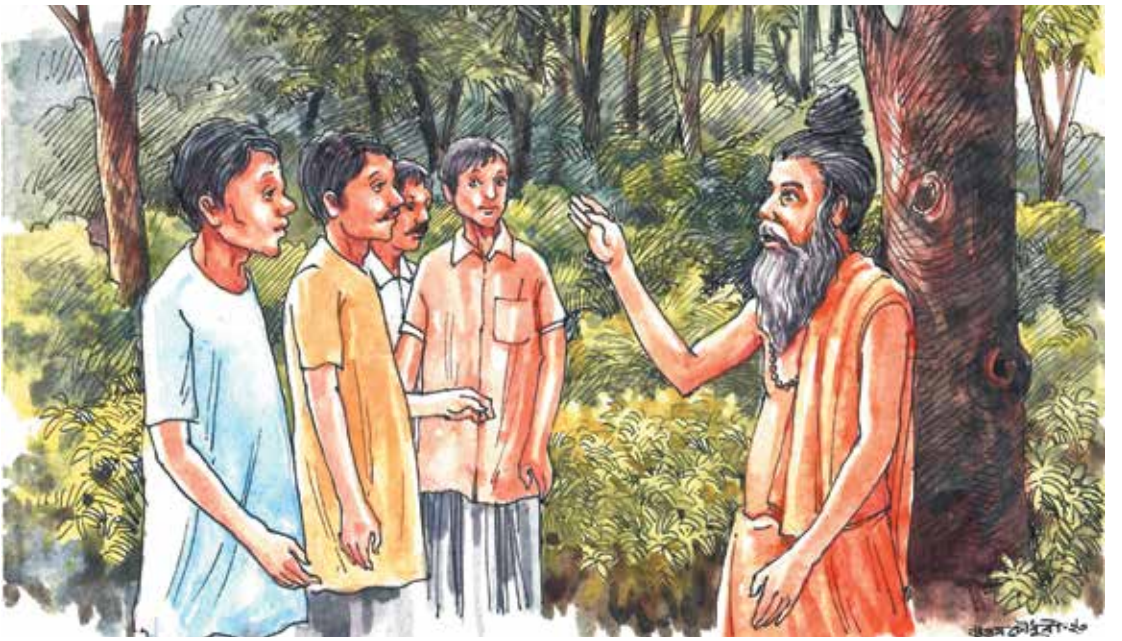

সাধু ও চার বন্ধু

পাঠ-৬: হরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বাদশ আজ্ঞা

শিখনফল: ২.১.৩ ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মানুশীলন করতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, খেলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: হরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বাদশ আজ্ঞা সম্বলিত চার্ট।

বিষয়বস্তু

হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তদের ১২টি আদেশ বা আজ্ঞা মেনে চলতে বলতেন। তিনি শিষ্যদের সত্য কথা বলতে, মাতাপিতাকে ভক্তি করতে, সকল নারীকে মায়ের মতো সম্মান করতে, পৃথিবীকে ভালোবাসতে, সব ধর্মের প্রতি উদার হতে, জাতিভেদ না করতে, মন্দির স্থাপন করতে, প্রতিদিন প্রার্থনা করতে, ঈশ্বরে নিজেকে সমর্পণ করতে, বাইরে সাধু বা ভালো মানুষ সাজার অভিনয় না করতে, খারাপ ইচ্ছেগুলো বশে রাখতে, হাতে কাজ ও মুখে হরি নাম করতে বলেছেন। এই বারোটি আজ্ঞাকে সংক্ষেপে দ্বাদশ আজ্ঞা বলা হয়।

এই বারোটি আজ্ঞা যে কেউ মেনে চললে তার জীবন সুন্দর হবে। আমাদের উচিত এসব আজ্ঞা মেনে চলা।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠসংশ্লিষ্ট কোনো গান, কবিতা, গল্প বলে আনন্দদায়ক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২. পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য হরিচাঁদ ঠাকুরের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন:

- বলো তো এটি কোন মহাপুরুষের ছবি?
- আগের ক্লাসে তো তোমরা তাঁর সম্পর্কে জেনেছ। তিনি বারোটি আদেশ মেনে চলতে বলেছিলেন। একে সংক্ষেপে কী বলা হয়?
- শিক্ষার্থীদের উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৪ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। তিন-চারজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন ।

৪. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য নিজ আচরণে ধর্মীয় ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ অনুসরণ তা বলবেন।

খ. মূলপাঠ

১. দলগত কাজ

ভূমিকাভিনয়

- ১২জন শিক্ষার্থীকে ডেকে এনে এদের প্রত্যেককে অন্তত একটি আজ্ঞা মনে রাখতে বলবেন।
- ১২জন শিক্ষার্থী ১২টি উপদেশ অভিনয় করে দেখাবে।
- তারপর এক এক শিক্ষার্থী উপকরণের ছবি দেখে অথবা শিক্ষকের তৈরি করে আনা পোস্টার দেখে এক একটি আজ্ঞা বলবে। শিক্ষার্থীদের বলা হলে আজ্ঞা মেনে চলা কেন প্রয়োজন তা বুঝিয়ে বলবেন।

২. একক কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন যে একটি আজ্ঞা বলতে পারবে। যে পারবে হাত তুলবে। এভাবে একেকটি আজ্ঞা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শুনবেন।
- শিক্ষক আজ্ঞাগুলো নিয়ে প্রয়োজনে আলোচনা করবেন। বলবেন, এই ১২টি আজ্ঞা মেনে চললে জীবন সুন্দর হবে।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: এ দ্বাদশ আজ্ঞা মেনে চললে আমাদের জীবন অনেক সুন্দর হবে।
পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বাদশ আজ্ঞা অনুযায়ী আমরা যা করব–

সদা সত্য কথা বলব,

মাতাপিতাকে ভক্তি করব,

সকল নারীকে মায়ের মতো সম্মান করব,

জগৎকে ভালোবাসব,

অন্য ধর্মের নিন্দা করব না,

জাতিভেদ করব না,

মন্দির স্থাপন করব,

প্রতিদিন প্রার্থনা করব,

ঈশ্বরে নিজেকে সমর্পণ করব,

বাইরে সাধু বা ভালো মানুষ সাজার অভিনয় করব না,

খারাপ ইচ্ছেগুলো বশে রাখব,

হাতে কাজ ও মুখে হরি নাম করব।

পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ও পারদর্শিতার মাত্রা

ক্রমিক	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ	পারদর্শিতার মাত্রা		
				ভাল	খুব ভাল	উত্তম
২	২.১ ধর্মীয় ব্যক্তিরা যে ধর্মাচরণ করেন তা জেনে বলতে পারা এবং ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ হতে পারা।	08.02.01.03 **PI- 03**	ধর্মীয় ব্যক্তিদের জীবনাচরণ অনুসরণ ও ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মানুশীলন করতে পারছে।	ধর্মীয় ব্যক্তিদের জীবনাচরণ জেনে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারছে।	ধর্মীয় ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁদের জীবনাচরণ অনুসরণে আগ্রহী হচ্ছে।	ধর্মীয় ব্যক্তিদের ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মানুশীলন করতে পারছে।

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি

(সত্যবাদিতা, সততা, ভালো-মন্দ)

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ৩.১ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি হিসেবে সত্য কথা বলতে পারা, সততা ও সত্যবাদিতার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা এবং ভালো-মন্দ বুঝে ভালোভাবে চলতে পারা।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ-১: সত্যবাদিতা ও সততা

শিখনফল: ৩.১.১ সত্যবাদিতা ও সততা সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ভূমিকাভিনয়, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ।

শিখন-শেখানো উপকরণ: সত্যবাদিতা ও সততার গল্প সম্বলিত ছবি/ভিডিও।

বিষয়বস্তু

পৃথিবীতে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে বয়ে চলছে আমাদের জীবন। সত্য-মিথ্যা যেন জালের মতো ছড়িয়ে আছে সবখানে। যা সত্য সেটা বলা বা প্রকাশ করার নামই সত্যবাদিতা। যে সত্য কথা বলে তাকে সত্যবাদী বলা হয়। সত্যবাদীকে সবাই ভালবাসে, পছন্দ করে, শ্রদ্ধা করে। সত্যবাদী সবসময়ই ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র। সত্যবাদীর গুণ সত্যবাদিতা।

"সততা" শব্দটি এসেছে "সৎ" শব্দ থেকে। কথায় ও কাজে সৎ থাকার নামই সততা। যাঁর মধ্যে সততা আছে তিনি সবসময় ভালো চিন্তা করেন। সৎ ব্যক্তি পরিবারের, সমাজের, দেশের এককথায় সবার মঙ্গল হয় এমন কাজ করেন। তিনি ধর্মীয় অনুশাসন মেনে জীবনযাপন করেন।

সত্যবাদিতা ও সততা অনেক বড়ো নৈতিক গুণ। এগুলোও ধর্মের অঙ্গ। আমরা সবসময় সত্য কথা বলব, সততার সাথে জীবনযাপন করব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিক:

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কিত গান বা আনন্দদায়ক কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন:

- ✓ আমাদের চারপাশে অনেক কিছু আছে– কথাটি সত্য না কি মিথ্যা?
- ✓ তোমার বন্ধু বা অন্য কেউ মিথ্যা বললে তোমার কেমন লাগে?
- ✓ শিক্ষক সবাই কাকে পছন্দ করে, সত্যবাদীকে না মিথ্যাবাদীকে?

- ✓ তোমরা কি এ সম্পর্কে কেউ কোনো গল্প জান?
- ✓ সবাইকে গল্পটি শোনাও।

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানে উৎসাহিত করবেন, প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম " সত্যবাদিতা ও সততা" ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দিবেন।

৪. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য সত্যবাদিতা ও সততা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন।

খ. মূলপাঠ

উপকরণ প্রদর্শন ও জোড়ায় কাজ: শিক্ষক উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের ভাল করে দেখার সুযোগ দিয়ে প্রশ্ন করবেন:

- ছবিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি?
- রং পেনসিল বক্সটি দেখতে কেমন?
- ছবি থেকে কোন গল্প খুঁজে পাও?
- জোড়ায় আলোচনা করে নিজেদের তৈরি গল্পটি বলো।
- গল্প তৈরি করতে তোমাদের কেমন লেগেছে?

গল্প বলা:

অমির সততা

অভি ও অমি একই শ্রেণিতে পড়ে। অভিকে তার মা একটি সুন্দর রং পেনসিল বক্স কিনে দিলেন। সে এটি বন্ধুদের দেখাতে স্কুলে নিয়ে গেল। অমি বাসায় ফিরে মাকে ঐ রকম সুন্দর রং পেনসিল বক্স কিনে দেওয়ার জন্য আবদার করল। অমিদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। মা তাই কিনে দিতে আগ্রহ দেখালেন না। অমির মন খারাপ হয়ে গেল। অমি রাতে পড়তে বসেছে। ব্যাগ খুলে দেখে অভির সুন্দর রং পেনসিল বক্সটি তার ব্যাগে। সে তো আনেনি, তবে কেমন করে এলো! সে মায়ের কাছে বক্সটি পেতে চেয়েছিল। এখন বক্সটি এভাবে পেয়ে সে অবাক হলো। তার ভালো লাগল না। পরের দিন স্কুলে গিয়ে শ্রেণি শিক্ষককে বলল ঘটনাটা। আসলে অভি নিজেই তাড়াহুড়ো করে অমির ব্যাগে বক্সটি রেখে দিয়েছিল। অমির সততাতে সকলে মুগ্ধ হলো। শ্রেণি শিক্ষক অমিকে অনেক আদর করলেন। সবাই করতালির মাধ্যমে উৎসাহিত করলেন। রং পেনসিল বক্সটি ফিরিয়ে দিয়ে অমি সততার পরিচয় দিয়েছে।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- আকর্ষণীয়ভাবে 'অমির সততা' গল্পটি শোনাবেন।
- মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবেন।
- বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন।
- গল্পের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন।

দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের দিয়ে গল্পের চরিত্র নির্বাচন করে অভিনয় করে দেখাবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: সত্যবাদীকে সবাই ভালোবাসে। আমাদের সবার উচিত সৎভাবে জীবনযাপন করা। আমরা সত্যবাদিতা ও সততা সম্পর্কে জানতে পেরেছি এবং আনন্দলাভ করেছি।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

অমি পেনসিল বক্সটি শিক্ষককে ফেরত দিলো

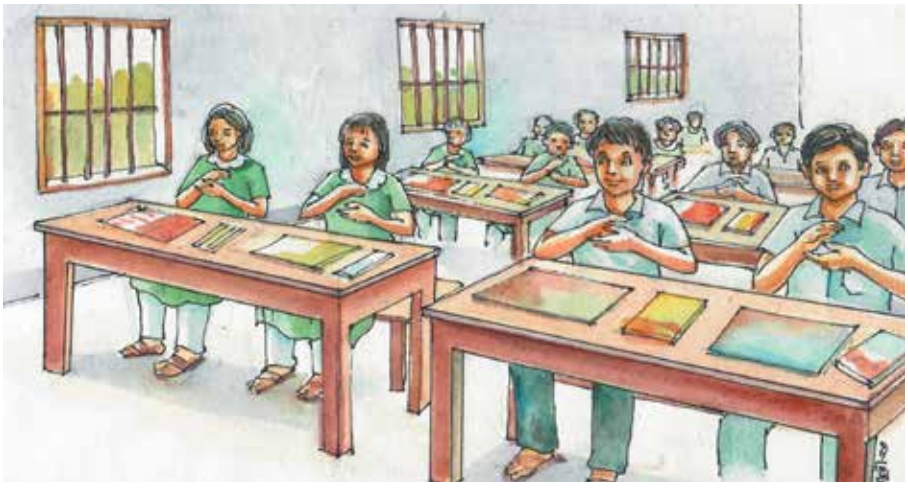

অমির সততায় সবাই আনন্দে হাততালি দিচ্ছে

পাঠ- ২: সত্যবাদিতা ও সততার অভ্যাস গঠন

শিখনফল: ৩..১.২ সত্য কথা বলা ও সততার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ভূমিকাভিনয়, একক কাজ, দলগত কাজ ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: সত্যকথা বলা ও সততার উপর কয়েকটি বাণী সম্বলিত চার্ট ভিডিও চিত্র /ছবি।

বিষয়বস্তু

"সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা" প্রবাদটি আমরা সবাই জানি। মানুষের জীবনে প্রবাদটি চিরন্তন সত্য হিসেবে বিবেচিত। মানুষের জীবনে এমন কিছু গুণাবলি থাকে যার জন্য তার জীবন পরিপূর্ণতা পায়। সত্য কথা ও সততা মানবিক এবং নৈতিক গুণাবলির অংশ। "সদা সত্য কথা বলিবে" প্রতিটি ধর্মেরই একটা মূল্যবান কথা। তাই যে সত্য কথা বলে সে ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন হয়। ঈশ্বর সত্যবাদীকে পছন্দ করেন। সব মানুষও সত্যবাদীকে পছন্দ করে, বিশ্বাস করে। যারা সত্য কথা বলে এবং সৎ পথে চলে তারা সমাজের মানুষের কাছেও বিশেষ মর্যাদা পায়। যে সত্য কথা বলে সে সবসময় জয়ী হয়। কারণ সত্যের জয় সর্বত্র। তাই সত্য কথা বলা মানে পুণ্য অর্জন করা। আর মিথ্যে কথা বলা মানে শাস্তি পাওয়া। মানুষ সাময়িকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য অনেক সময় মিথ্যা কথা বলে। কিন্তু একদিন তা প্রকাশিত হয় আর সে সমাজের চোখে নিচু হয়ে যায়। তাই সদা সত্য কথা বলা উচিত। সুন্দর জীবন গঠনে সততার কোনো বিকল্প নেই।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আনন্দদায়ক একটি কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঠদানের পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. শিক্ষক আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সত্য কথা বলা ও সততার উপর কয়েকটি বাণী সম্বলিত চার্ট ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন এবং প্রত্যেকটি বাণী ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে বলবেন।

- সদা সত্য কথা বলিবে
- মিথ্যা বলা মহাপাপ
- "সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা"
- সত্যই ধর্ম

৩. শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার সূত্র ধরে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে শিরোনাম লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য (সত্যবাদিতা ও সততার অভ্যাস গঠন) শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন।

খ. মূলপাঠ

একক কাজ

১. গল্পের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের গল্পটি শোনাবেন এবং সবাইকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন-

অমল সাত/ আট বছর বয়সের একটি ছেলে। পরিবারের অতি আদরের ছেলে। সবাই তাকে ভালোবাসে।

অমলদের পরিবার অনেক বড়ো। মা-বাবা, কাকা-কাকিমা, ঠাকুমা আছেন এই পরিবারে। আরও আছে অনেক আত্মীয়। অমলরা অনেক ভাইবোন। অমলের বাবা বীরেশ্বর বাবুর গ্রামে অনেক নাম। গ্রামের সবাই তাঁকে মানে, শ্রদ্ধা করে। অমলদের দোতলা কাঠের ঘর। অনেক উঁচু ঘর। দোতলায় দুদিকে বড়ো বারান্দা।

একদিন হলো কী! প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি থামার কোনো নাম নেই। এই বৃষ্টির মধ্যেই স্নান-আহার সবই করতে হচ্ছে। এখন সমস্যা হচ্ছে ভিজে কাপড়-চোপড় নাড়া। রোদ নেই। বৃষ্টি হচ্ছে। দোতলার একটি বারান্দায় অনেক কাপড় নাড়া হলো। ধুতি-শাড়িসহ পাঁচ/ সাতটি হবে।

দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে। সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে। অমলের চোখে ঘুম নেই। সে দোতলায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। এটা ধরছে। ওটা ধরছে। হঠাৎ ছোটো একটা কাঁচি পেল। তারপর আর কী! কাঁচির ধার পরীক্ষা করতে হবে। দোতলার বারান্দায় চলে গেল। তারপর কাপড়ের ওপর পরীক্ষা চলল। প্রতিটি কাপড়ের নিচের দিকের খানিকটা অংশ কেটে ফেলল।

সন্ধ্যার পর কাটা ধুতি-শাড়ির কথা জানা গেল। বীরেশ্বর বাবু একটা চেয়ারে বসলেন। তারপর সব ছেলেমেয়েকে ডাকা হলো। একে একে সবাই বলল, 'আমি কাটিনি।' তখন অমল বলল, 'আমি কেটেছি।' বীরেশ্বর বাবু খুব রাগী মানুষ। কিন্তু শান্তভাবে বললেন, 'অমল, তুমি সত্যি কথা বলেছো। তাই তোমাকে শাস্তি দেব না। সারাজীবন সত্য কথা বলো। অমল কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বাবা, আমার ভুল হয়ে গেছে। আর কখনও হবে না। আমি সবসময় সত্য কথা বলব।'

বাবা ছেলের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। এবার শিক্ষক গল্পটি ভালোভাবে বোঝার জন্য শিক্ষার্থীদের নিম্নের প্রশ্নগুলি করবেন-

- অমল কী করেছিল? কেন করেছিল?
- বাবার কথা শুনে অমল কী বলেছিল?
- অমলকে বাবা কী শাস্তি দিয়েছিলেন?
- বাবা অমলকে শাস্তি না দিয়ে কী বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন?
- এই গল্পের মূল কথা কী?

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে উল্লিখিত প্রশ্নগুলো করবেন। প্রয়োজনে উত্তরদানে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করবেন। গল্পের মূল কথা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষক দুই বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি বসিয়ে দলে ভাগ করবেন।
- এবার উপরের গল্পের মত করে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে গল্প তৈরি করতে বলবেন।
- গল্প উপস্থাপনের জন্য ভূমিকাভিনয় করার প্রস্তুতি নিতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রতিটি দলগত কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।
- দলগত কাজ শেষে সব দলকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনের সময় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে বিষয়বস্তু স্পষ্ট ও সহজ করে দেবেন।
- প্রতিদিনের জীবনযাপনে সত্যবাদিতা ও সততার চর্চা করতে উৎসাহিত করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: সত্যকথা ও সততা মানবিক ও নৈতিক গুণাবলির অংশ। ঈশ্বর সত্যবাদীকে পছন্দ করেন। মানুষও সত্যবাদীকে পছন্দ করে। সততার পথে চললে সবসময় জয়ী হওয়া যায়। কারণ সত্যের জয় সর্বত্র। সততার ফলে পুণ্য অর্জন করা যায়। আবার পুরস্কৃত হওয়া যায়। তাই সদা সত্য কথা বলা উচিত।

পাঠসমাপ্তি: পাঠশেষে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ- ৩: ভালো-মন্দ বুঝে চলা

শিখনফল: ৩.১.৩ ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝে ভালোভাবে চলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: ভালো-মন্দ কাজের ভিডিও/ ছবি, ভালো-মন্দ কাজের পরিবেশ ভিডিও / ছবি।

বিষয়বস্তু

আমরা মানুষ। ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এখন তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কীভাবে কাজে লাগাবে সেটা তার বিবেচনার বিষয়। আমাদের সমাজে বিভিন্ন রকম মানুষ একসাথে বসবাস করে। তাদের প্রত্যেকের চরিত্রের ভিন্নতা রয়েছে। একজন মানুষ আর একজন মানুষের সাথে কি রকম ব্যবহার করছে তার উপর ভিত্তি করে ভালো ও মন্দ বিবেচনা করা হয়। যখন কোনো মানুষের কোনো কাজ অন্যের উপকারে আসে বা অন্যকে খুশি করে তখন আমরা তাকে ভালো কাজ বলি। যে মানুষ ভালো কাজ করে সে ভালো মানুষ। আর যদি কোনো মানুষের কোনো কাজ অন্যের দুঃখের কারণ হয় তখন আমরা তাকে খারাপ কাজ বলি। যে মানুষ খারাপ কাজ করে সে খারাপ মানুষ। যে কাজগুলি মানব সমাজের জন্য উপকারী সেইসব কাজই ভালো কাজ। যে কাজগুলি মানব সমাজের জন্য উপকারী নয় বরং ক্ষতিকর তাই খারাপ কাজ। ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়া, রোগীর সেবা করা, স্কুল কলেজ নির্মাণ করে অন্যকে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া ইত্যাদি ভালো কাজ। আমাদের উচিত ভালো কাজ করা। ভালো কাজ করা একটি মহৎ গুণ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. তিনি একটি অভিজ্ঞতর বর্ণনা করে পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করবেন। যেমন- আজ আমি যখন রিকশা করে বিদ্যালয়ে আসছিলাম তখন আমার পাশ দিয়ে একটি রিকশা করে দুজন মেয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ চিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখি একটি মেয়ে রিকশা থেকে পড়ে গিয়েছে। অন্যজন জোরে চিৎকার করছে– ব্যাগ নিয়ে গেল, ব্যাগ নিয়ে গেল বলে। আর একটি লোক ব্যাগটা নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। আমি রিকশা থামিয়ে নেমে গেলাম এবং যিনি পড়ে গেছেন তাকে তুলে দেখি তার হাত ও পা দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। কাছেই একটি ঔষধের দোকান ছিল।

মেয়েটিকে সেখানে নিয়ে গিয়ে ঔষধ লাগিয়ে আবার রিকশায় তুলে দিয়ে এলাম।

এবার শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে কাজটির ব্যাখ্যা দেবেন। যেমন-

শিক্ষক: এখন বলো দেখি ঘটনাটা কি ভালো হলো?

শিক্ষার্থী-১: না স্যার। খুব খারাপ হয়েছে।

শিক্ষার্থী-২: স্যার যে ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে গেছে সে চোর। সে খুব খারাপ কাজ করেছে।

শিক্ষার্থী-৩: স্যার আপনি খুব ভালো কাজ করেছেন। তাকে ঔষধের দোকানে নিয়ে গিয়ে ঔষধ লাগিয়ে দিয়েছেন, আবার রিকশায় তুলে দিয়েছেন।

শিক্ষক: রতন, তুমি হলে কি করতে?

শিক্ষার্থী-৩: আমিও তাই করতাম স্যার

শিক্ষার্থী-৪: স্যার, আমি চোরের পিছনে দৌড় দিয়ে চোরকে পুলিশে ধরিয়ে দিতাম। আর যার ব্যাগ তাকে ফিরিয়ে দিতাম।

শিক্ষক: রতনের কাজটি কি তোমাদের ভালো মনে হয়?

শিক্ষার্থী (সকলে): জী স্যার

শিক্ষক: বাহ্! খুব ভালো ভাবনা। তোমরা এভাবে সব সময় ভালো কাজ করার চেষ্টা করবে এবং খারাপ কাজের প্রতিবাদ করবে।

৩. শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য (ভালো ও মন্দ আচরণ কী) শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ (প্রশ্নোত্তরে আলোচনা)

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট জানতে চাইবেন, ভালো কাজ কোনগুলো? বলে বোর্ডের একদিকে লিখবেন 'ভালো কাজ' লিখে নিচে দাগ দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের বলবেন তোমরা এক মিনিট চিন্তা করো। তারপর শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এক এক করে জানতে চাইবেন এবং বোর্ডে ভালো কাজের নিচে লিখবেন।
- এরপর শিক্ষক একইভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট জানতে চাইবেন, মন্দ কাজ কোনগুলো? বলে বোর্ডের আর একদিকে লিখবেন 'মন্দ কাজ' লিখে নিচে দাগ দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের এক মিনিট চিন্তা করতে দেবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এক এক করে জানতে চাইবেন এবং বোর্ডে মন্দ কাজের নিচে লিখবেন।
- শিক্ষক ভালো কাজ ও মন্দ কাজগুলো পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, তোমরা কোন কাজটি করবে? কেন?
- শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরে আলোচনার মাধ্যমে ভালো-মন্দ বিষয়টি স্পষ্ট করবেন।

২. জোড়ায় কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় ভাগ করবেন।
- এরপর শিক্ষক বলবেন যে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে সকল কাজ করো তার মধ্যে কোনগুলি ভালো কাজ করো আর কোনগুলি মন্দ কাজ করো তা একজন আর একজনকে বলো।
- শিক্ষক এবারেও শিক্ষার্থীদের করা ভালো ও মন্দ কাজের তালিকা করবেন। যেমন-

ভালো কাজ	মন্দ কাজ
মাকে পূজার ফুল তুলে দেই।	খেলতে গিয়ে বন্ধুকে ধাক্কা দিয়েছি।
ছোটো ভাইকে দেখে রাখি।	বোনের একটা চকলেট নিয়ে নিয়েছি।
বন্ধুর কলম খুঁজে দিয়েছি।	পড়ার সময় টিভি দেখেছি।
বন্ধু খেলতে গিয়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছে, তাকে ধরে ধরে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি।	
দাদুকে জল দিয়েছি।	

- শিক্ষক সকলের নিকট থেকে শুনে বোর্ডে লিখবেন প্রয়োজনে (শিশুরা সাধারণত কিছু ভালো-মন্দ কাজ করে থাকে) নিজেও বলবেন। তারপর প্রতিটা ভালো কাজের উপকারিতা এবং মন্দ কাজের অপকারিতা বুঝিয়ে বলবেন।
- এবার শিক্ষক ভালো ও মন্দ কাজের দুই-একটি (ভিডিও দেখাবেন) পরিবেশ তুলে ধরে ঐ পরিস্থিতিতে সে কি করবে তা কয়েকজনকে বলতে দেবেন।
- শিক্ষক সকলের উপস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে ভালো- মন্দ বিষয়ের সারাংশ বলে দেবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: মানুষের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ভালো ও মন্দ বিবেচনা করা হয়। কোনো মানুষের উপকার করলে তাকে আমরা ভালো কাজ আর মানুষকে দুঃখ দিলে তাকে খারাপ বা মন্দ কাজ বলি। যে ভালো কাজ করে সে ভালো মানুষ। যে মন্দ কাজ করে সে মন্দ মানুষ। যে কাজগুলি মানব সমাজের জন্য উপকারী সেইসব কাজই ভালো কাজ। শিক্ষক শিক্ষর্থীদের ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করবেন।

পাঠ সমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

আহত বন্ধুকে সাহায্য করছে

পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ও পারদর্শিতার মাত্রা

ক্রমিক	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ	পারদর্শিতার মাত্রা		
				ভাল	খুব ভাল	উত্তম
৩	৩.১ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি হিসেবে সত্য কথা বলতে পারা, সততা ও সত্যবাদিতার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা এবং ভালো-মন্দ বুঝে ভালোভাবে চলতে পারা।	08.02.01.04 **PI- 04**	নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি হিসেবে সততা ও সত্যবাদিতার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারছে।	সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে জেনে আচরণে সততা ও সত্যবাদিতা প্রকাশে আগ্রহী হতে পারছে।	নিজ আচরণে সততা ও সত্যবাদিতা প্রকাশ করতে পারছে।	সত্য কথা বলা ও সততার অভ্যাস অনুশীলন করতে পারছে।
		08.02.01.05 **PI- 05**	ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝে ভালোভাবে চলতে পারছে।	ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝে ভাল-মন্দ চিহ্নিত করতে পারছে।	ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝে ভালো আচরণ করতে পারছে।	ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝে ভালোভাবে চলতে পারছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মগ্রন্থ, দেব-দেবী, ধর্মীয় উৎসব ও সম্প্রীতি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ৪.১ হিন্দুধর্মগ্রন্থ ও কয়েকজন দেব-দেবীর নাম জেনে বলতে পারা এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থের নাম বলতে পারা ও সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।

পাঠ বিভাজন: ৯

পাঠ-১: ধর্মগ্রন্থ

শিখনফল: ৪.১.১ ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, মাইন্ড ম্যাপিং ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: বেদ, গীতা, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ অথবা ধর্মগ্রন্থ পাঠের আসর সম্বলিত ছবি।

বিষয়বস্তু

মানুষ যা হৃদয়ে ধারণ করে কল্যাণকর কাজ করে তাই ধর্ম। যে গ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। যেমন- হিন্দুধর্মে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা; ইসলাম ধর্মে কুরআন শরিফ; খ্রীষ্ট ধর্মে বাইবেল এবং বৌদ্ধ ধর্মে ত্রিপিটক প্রভৃতি। প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থ স্রষ্টার মহিমার কথা বলে। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার কথা বলে। ধর্মগ্রন্থে রয়েছে শান্তির কথা। রয়েছে ঈশ্বরের কথা, ধর্মীয় কাহিনি, সদুপদেশ, নীতিকথা, ধর্মীয় মহাপুরুষদের কথাসহ আরও ধর্মকথা।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন। ধর্মীয় গান বা আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ছবি দেখিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন:

- ছবিতে কী কী দেখতে পাচ্ছ?
- ছবির মতো কোনো ধর্মগ্রন্থ আছে তোমাদের বাড়িতে?
- কী নাম তার?
- তোমরা কেউ কখনো ধর্মপাঠের আসরে গিয়েছ?
- গীতা দেখেছ?
- তোমাদের কারও বাড়িতে কেউ নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন?
- কেউ ধর্মের কোনো গল্প জানলে শোনাও ইত্যাদি।

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানে উৎসাহিত করবেন, প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র

ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

৪.আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

শিক্ষার্থীদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। নিচের 'গৌরব ও গায়ত্রীর ধর্মগ্রন্থ পাঠ' গল্পটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করবেন। মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবেন। গল্পের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন।

গৌরব ও গায়ত্রীর ধর্মগ্রন্থ পাঠ

ভোরবেলা ঠাকুরমা-ঠাকুরদাদা প্রভাতী কীর্তন করেন। সেই কীর্তন শুনে ঘুম ভাঙে গৌরব ও গায়ত্রী দুই ভাই-বোনের। গানের সুর আকৃষ্ট করে তাদের। ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে ঠাকুরমা-ঠাকুরদার কাছে চলে আসে। তাদের মা-বাবাও চলে আসে। সবাই কীর্তনের সাথে সুর মেলানোর চেষ্টা করে। আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঠাকুরদা কীর্তন শেষে গল্প শুরু করেন। মা-বাবা প্রাত্যহিক কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। ঠাকুরমা ঠাকুর ঘরে ধূপ দীপ জ্বালিয়ে দেন। পূজার উপকরণ প্রস্তুত করেন। গৌরব ও গায়ত্রী ঠাকুরমাকে ফুল তোলার কাজে সাহায্য করে। ওরা খেয়াল করে ঠাকুরমা সব দেবতাকে একই ফুল নিবেদন করছেন না। পূজা দিতে দিতে ঠাকুরমা বলেন কোন দেবতা কোন ফুল পছন্দ করেন। তিনি দেবতাদের সম্পর্কে আরও অনেক কথা বললেন। ওরা ঠাকুরমা-ঠাকুরদার কাছে জানতে চায় , 'তোমরা এত কিছু কীভাবে জেনেছ?' তাঁরা বললেন, 'ধর্মগ্রন্থ পড়ে। ঈশ্বরের কথা, পূজার নিয়ম-কানুন, ধর্মীয় বিভিন্ন কাহিনি, এমনি ধর্মের বিষয় নিয়ে অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে দেহ-মন পবিত্র হয়। ধর্মগ্রন্থ আমাদের ভালো মানুষ হতে শেখায়।' গৌরব ও গায়ত্রী বলল, 'আমরা ধর্মের কথা জানতে চাই, ভালো মানুষ হতে চাই, আমরা নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ পড়ব।' ঠাকুরমা-ঠাকুরদা ওদের কথায় খুশি হয়ে আশীর্বাদ করেন।

গল্প বলা শেষ হলে শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন:

- কী শুনে গৌরব-গায়ত্রীর ঘুম ভাঙে?
- কীর্তন শেষ হলে ঠাকুরদা কী শুরু করেন?
- ঠাকুরদা-ঠাকুরমা কোথা থেকে গল্পগুলো জানেন?
- ধর্মগ্রন্থে কী কী আছে?
- ধর্মগ্রন্থে কী নিয়ে আলোচনা করা হয়?

শিক্ষার্থীদের থেকে উত্তর নিয়ে নিচের মাইন্ডম্যাপ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন।

২। দলগত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের দিয়ে গল্পের চরিত্র নির্বাচন করে অভিনয় করে দেখাবেন।
- এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: ধর্মের কথা নিয়ে রচিত গ্রন্থকেই ধর্মগ্রন্থ বলে। হিন্দুধর্মে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থ স্রষ্টার মহিমার কথা বলে। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার কথা বলে। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে অনেক বিষয়ে জ্ঞান হয়, মন পবিত্র হয়। আমরা চেষ্টা করব প্রতিদিন কোনো না কোনো ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

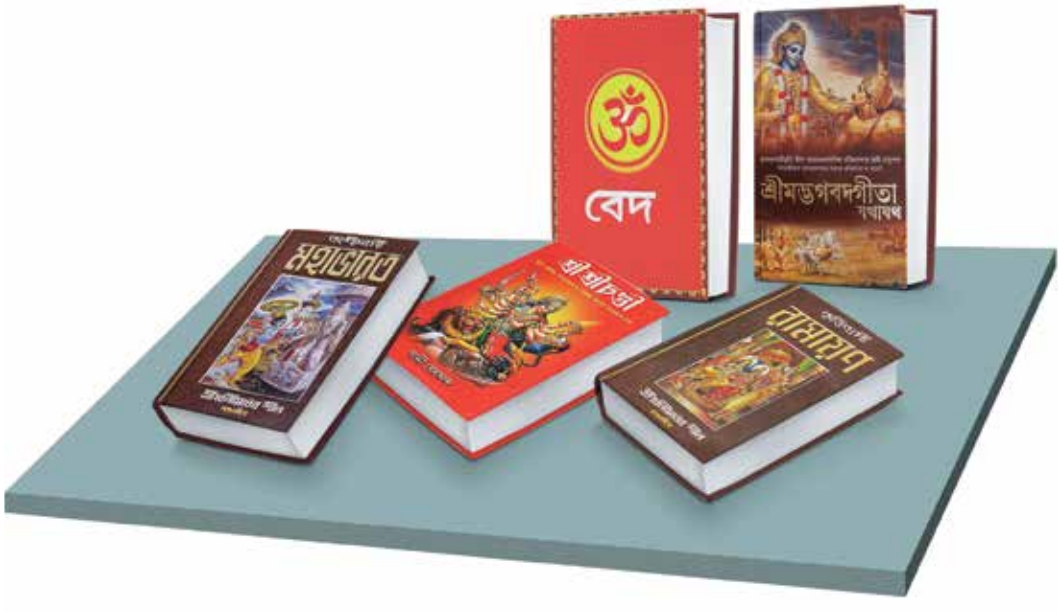

ধর্মগ্রন্থ

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ

পাঠ-২: নিজ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ

শিখনফল: ৪.১.২ নিজ ধর্মের ধর্মগ্রন্থের নাম বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, খেলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: বেদ, মহাভারত, গীতা, রামায়ণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ অথবা ধর্মগ্রন্থ পাঠের আসর সম্বলিত ছবি।

বিষয়বস্তু

পৃথিবীর সব ধর্মের মানুষের নিজ নিজ ধর্মের বিষয়বস্তু নিয়ে রয়েছে পৃথক ধর্মগ্রন্থ। আমাদের হিন্দুধর্মেরও রয়েছে পৃথক ধর্মগ্রন্থ। প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিদের ধ্যানে পাওয়া জ্ঞান নিয়ে লেখা ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এছাড়া রয়েছে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পুরাণ ইত্যাদি। ধর্মগ্রন্থ রামায়ণের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

প্রাচীনকালে অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল তিন রানি– কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। একবার রাজা দশরথ খুব অসুস্থ হলে কৈকেয়ী তাঁর সেবা করেন। রাজা সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে রানিকে দুটি বর দিতে চান।

কিছুকাল পরে দশরথ বড়ো পুত্র রামকে রাজা করতে চাইলেন। এমন সময় রানি কৈকেয়ী সেই দুটি বর চাইলেন। প্রথম বরে ভরত রাজা হবে। দ্বিতীয় বরে রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যাবে। রাম ছিলেন খুবই পিতৃভক্ত। তিনি হাসিমুখে বনে গেলেন। সঙ্গে গেলেন স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণ। ভরত রাজা হন। দশরথ রামের শোকে প্রাণ ত্যাগ করেন।

বনবাসে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের তেরো বছর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন লঙ্কার রাজা রাবণ ঐ বনে এলেন। সীতা তখন বনের কুটিরে একা ছিলেন। সীতাকে একা পেয়ে রাবণ হরণ করেন এবং লঙ্কায় নিয়ে যান। রামের সাথে রাবণের ভীষণ যুদ্ধ হয়। রাবণ পরাজিত ও নিহত হন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে আসেন। রাম রাজা হন। তাদের সুখে দিন কাটছিল।

কিন্তু প্রজাদের খুশি করার জন্য সীতাকে আবার বনে যেতে হয়। সেখানে সীতার কুশ-লব নামে দুই ছেলের জন্ম হয়। ছেলেদের বয়স যখন ১২ বছর, সীতা দুই ছেলেকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। তারপর সীতা মনঃকষ্টে পাতালে প্রবেশ করেন। অনেক বছর পরে কুশ-লব রাজা হলেন। রাজা রামচন্দ্র স্বর্গে গমন করলেন।

রামায়ণের কাহিনি আমাদের মাতাপিতা, বড়োদের সম্মান করতে শেখায়। এটি একটি নিত্য পাঠ্য ধর্মগ্রন্থ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন। ধর্মীয় গান বা আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ছবি দেখিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন:

- কোন ধর্মগ্রন্থের কী নাম?
- ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তু কী কী?
- তোমরা কী কোনো ধর্মীয় কাহিনি জান?

- কেউ ধর্মের কোনো গল্প জানলে শোনাও ইত্যাদি।

৩। শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানে উৎসাহিত করবেন, প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

৪. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য নিজ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন।

খ. মূলপাঠ

উপকরণ প্রদর্শন

শিক্ষক উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়ে প্রশ্ন করবেন:

- এই ধরনের গ্রন্থ আগে দেখেছ?
- কোথায় দেখেছ?
- ধর্মগ্রন্থে কীসের কথা থাকে?
- রামের কাহিনি নিয়ে লেখা গ্রন্থকে কী বলে? এভাবে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধর্মগ্রন্থের নাম এবং রামায়ণের কাহিনি আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করবেন।

একক কাজ

- বেদ, উপনিষদ, গীতা দেখিয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেবেন।

দলগত কাজ:

- প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল তৈরি করবেন।
- প্রত্যেক দলে গল্পটি আলোচনা করতে বলবেন।
- তারপর একটি দলকে গল্পটি শুরু করতে বলবেন।
- একটু পর আরেকদলকে তার পর থেকে বলতে দেবেন।
- এভাবে সম্পূর্ণ গল্পটি শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে শুনবেন।
- কোথাও বাদ পড়ে গেলে শিক্ষক বলে দেবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: আমাদের রয়েছে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে অনেক বিষয়ে জ্ঞান হয়, মন পবিত্র হয়। আমরা চেষ্টা করব প্রতিদিন কোনো না কোনো ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

রামের বনবাস যাত্রা

পাঠ-৩: অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ

শিখনফল: ৪.১.৩ অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থের নাম বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, মাইন্ডম্যাপিং ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: ইসলাম, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মগ্রন্থের ছবি।

বিষয়বস্তু

গত ক্লাসে শিক্ষার্থীরা নিজ ধর্মের ধর্মগ্রন্থের নাম জেনেছে। যেমন: বেদ, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি। একইভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেও তাদের জানা প্রয়োজন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সৃষ্টিকর্তাকে 'আল্লাহ' বলে সম্বোধন করেন। আল্লাহর বাণী পবিত্র কুরআন গ্রন্থে সংকলিত করা হয়েছে। এটি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ। কুরআন প্রথম আরবি ভাষায় লেখা হয়। কুরআন অর্থ আবৃত্তি করা।

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্ম গ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। 'পিটক' শব্দের অর্থ আধার বা ঝুড়ি। গৌতম বুদ্ধের ধর্মবাণী তিনটি পিটক বা গ্রন্থে সংকলিত করা হয়েছে। তিনটি পিটক হলো: সূত্র পিটক, বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক। এ তিনটি পিটককে একত্রে ত্রিপিটক বলে। ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত হয়।

পবিত্র বাইবেল খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বাইবেল শব্দের অর্থ বই। খ্রিষ্টান ছাড়া আরো কিছু ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ও পারিপার্শ্বিক ধর্মীয় গ্রন্থ এটি। বাইবেল মূলত অনেকগুলো গ্রন্থের সমন্বয়ে গঠিত। এ বইগুলোতে ঈশ্বরের বাণী বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। বাইবেলের প্রথম বইটি হিব্রু ভাষায় লেখা হয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন এবং আনন্দদায়ক কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. এরপর শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য উপকরণের চিত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

- আচ্ছা বলোতো আমাদের দেশে আর কোন কোন ধর্মের মানুষ বাস করে?
- তোমরা কী জান প্রত্যেক ধর্মের ধর্মগ্রন্থ আছে?
- গ্রন্থগুলোর নাম বলতে পারবে?
- শিক্ষক উপকরণের ছবি দেখিয়ে কোন ধর্মের ধর্মগ্রন্থের কী নাম বলবেন।

উত্তর পাওয়ার জন্য কিছুটা সময় অপেক্ষা করবেন। ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তা গ্রহণ করবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম গ্রন্থ' লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। বলবেন, আজ অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম গ্রন্থ সম্পর্কে জানব।

খ. মূলপাঠ

১. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের তিনটি দলে বিভক্ত করবেন।
- তিনটি দলকে যথাক্রমে ইসলাম, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্ম সম্পর্কে কী জানে আলোচনা করতে বলবেন।

২. আলোচনা

- নিচের প্রশ্নগুলো যে দলের জন্য প্রযোজ্য সেই দলকে উত্তর দিতে বলবেন। না পারলে অন্য দলকে সুযোগ দিবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
  - ✓ ইসলাম/ বৌদ্ধ/ খ্রিষ্টান ধর্মের (যে দলের ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য হয়) প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোনটি?
  - ✓ কুরআন/ বাইবেল/ ত্রিপিটক অর্থ কী?
  - ✓ কুরআন/ বাইবেল/ ত্রিপিটকে কী লেখা আছে?
  - ✓ মূল কুরআন/ বাইবেল/ ত্রিপিটক কোন ভাষায় লেখা হয়েছিল?

৩. মাইন্ডম্যাপিং

- শিক্ষার্থীদের সহায়তা নিয়ে বোর্ডে তিনটি ধর্মের ওপর তিনটি মাইন্ডম্যাপ তৈরি করুন।

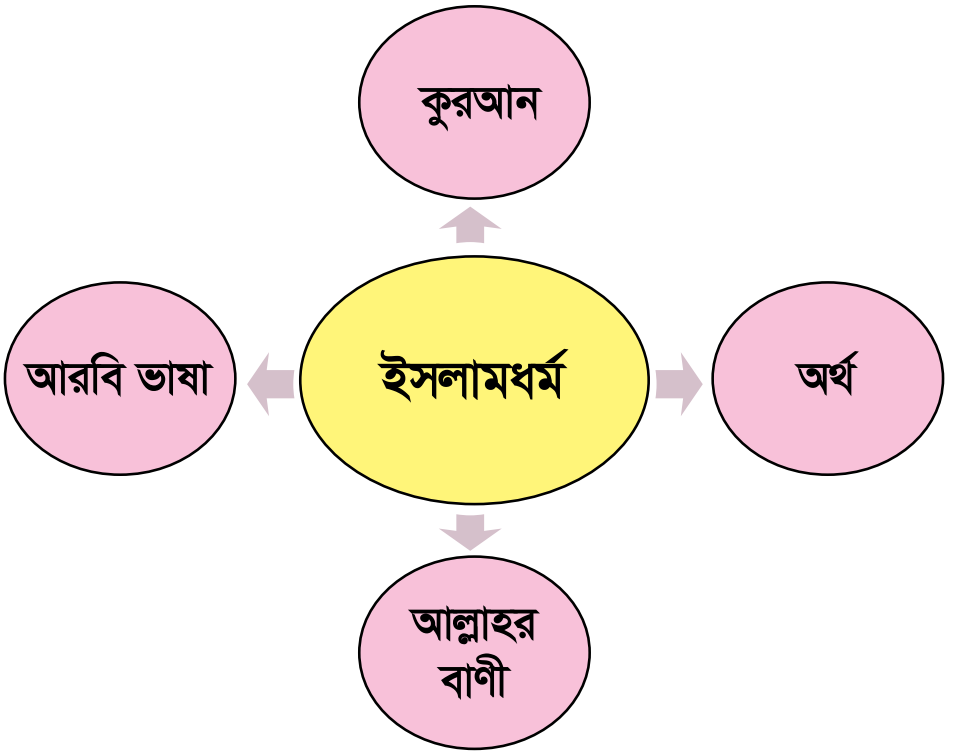
কুরআন
আরবি ভাষা
ইসলামধর্ম
অর্থ
আল্লাহর বাণী

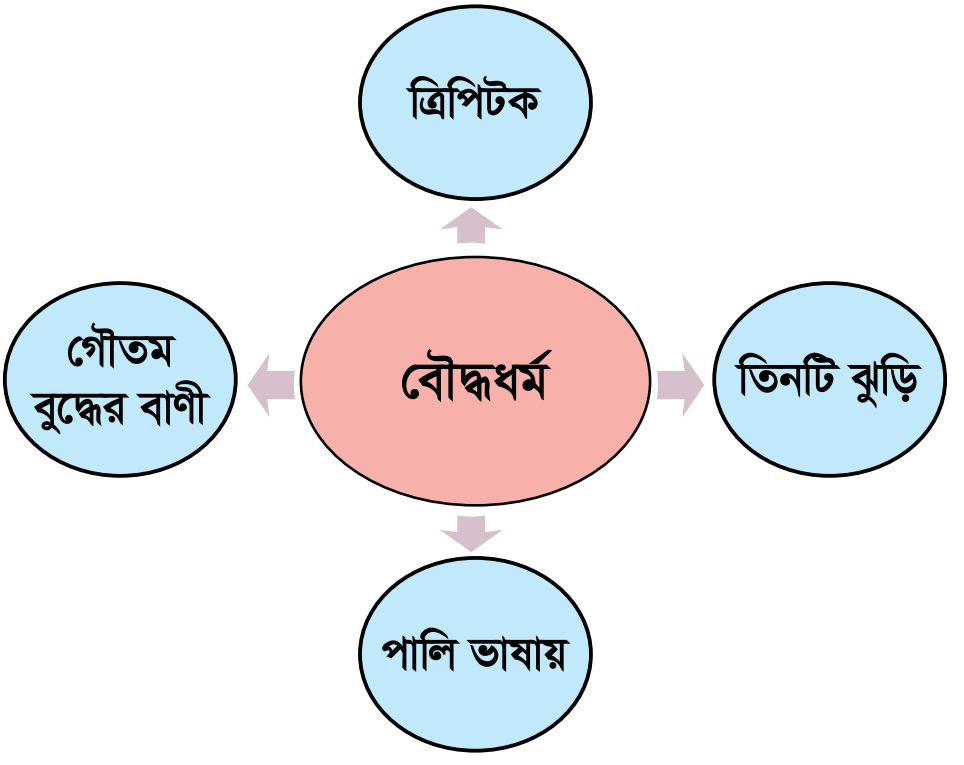
ত্রিপিটক
গৌতম বুদ্ধের বাণী
বৌদ্ধধর্ম
তিনটি ঝুড়ি
পালি ভাষায়

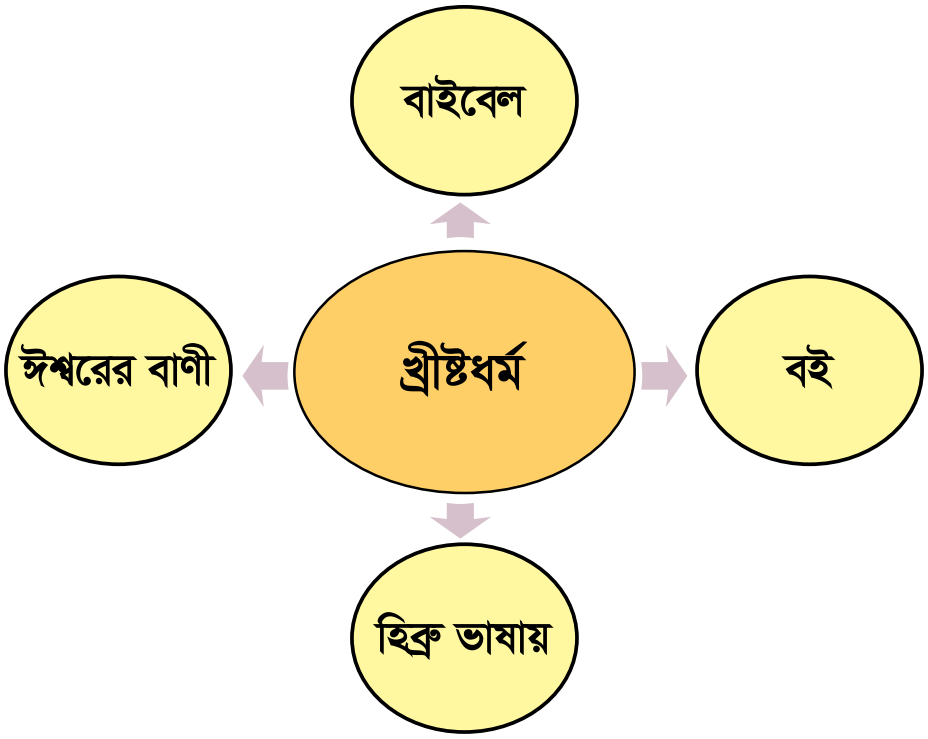

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: সকলের ধর্মগ্রন্থই আমাদের কাছে পবিত্র। ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার বাণী ও মহাপুরুষদের কথা লেখা থাকে। সেসব গ্রন্থের প্রতি সম্মান জানানো আমাদের কর্তব্য।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ

পাঠ- ৪: দেব- দেবী

শিখনফল: ৪.১.৪ দেব-দেবী সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, খেলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: গৃহ দেবতার ছবি, বিভিন্ন দেব-দেবীর ভিডিও/ছবি/মডেল।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর নিরাকার। তবে তিনি যে-কোনো আকার ধারণ করতে পারেন। ঈশ্বর তাঁর নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে আকার রূপে প্রকাশ করেন। আবার মুনি-ঋষি, সাধকেরা তাঁর গুণ ও ক্ষমতার রূপ দেন। ঈশ্বরের এ রূপ ধারণকে দেব-দেবী বলে। দুর্গা, কালী, শিব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ সকল দেব-দেবী ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ। যেমন, যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনি ব্রহ্মা। যিনি জগৎকে পালন করেন তিনি বিষ্ণু। যিনি ধ্বংস করেন তিনি শিব। দুর্গা শক্তির দেবী। সরস্বতী বিদ্যার দেবী। লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী। এরূপ অনেক দেব-দেবী আছেন। এক এক জন এক এক শক্তির অধিকারী। মানুষ দেব-দেবীর কৃপা লাভ ও পুণ্য অর্জনের জন্য পূজা করে। মানুষের পূজায় দেব-দেবীরা খুশি হন এবং মঙ্গল করেন।

আমরা প্রতিদিন ঘরে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করি। যেমন- বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব। আবার কোনো দেব-দেবীর পূজা বিশেষ সময় তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন- আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসের শুক্লপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা, চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা, বৈশাখ মাসে গন্ধেশ্বরীপূজা হয়ে থাকে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষার্থীদের নিয়ে পাঠসংশ্লিষ্ট একটি আনন্দদায়ক গান করবেন।

২. আজকের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তর বোর্ডে লিখবেন।

- কয়েকজন দেব-দেবীর নাম বলো (বলতে না পারলে সাম্প্রতিক যে পূজা হলো তার কথা মনে করিয়ে দেবেন)
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে দেবীর পূজা হয় তাঁর নাম কী?
- তোমাদের বাড়িতে কোনো দেব-দেবীর ছবি আছে কি?
- তোমাদের বাড়িতে যে ছবি আছে তার নাম কী?
- কোন পূজার সময় আমরা নতুন জামা পরি?
- তোমাদের বাড়িতে কি প্রতিদিন পূজা হয়?
- কী কী পূজা হয়?

৩. শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উত্তর শুনে বোর্ডে লিখবেন। প্রয়োজনে নাম বলতে সহায়তা করবেন। অন্য

শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে একমত কি না জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন।

৪. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য (দেব-দেবী সম্পর্কে) বুঝিয়ে বলবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

কয়েকজন দেব-দেবীর মডেল বা ছবি বা ভিডিও প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদেরকে ভালোভাবে দেখতে বলবেন এবং এক মিনিট চিন্তা করতে দেবেন। তারপর নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

- ছবিতে যাকে দেখতে পাচ্ছ তার নাম কী?
- কখন এই পূজা করা হয়?
- কোন দেবতার পূজা করা হচ্ছে?
- এছাড়া আরও কী কী পূজা করা হয়?

উপর্যুক্ত প্রশ্নোত্তর আলোচনার মাধ্যমে কয়েকজন দেব-দেবীর পরিচয় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। সংশ্লিষ্ট দেব-দেবীর পূজা উৎসবের ভিডিও/ছবি দেখাবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছোটো ছোটো দল গঠন করবেন।
- যে কয়জন দেব-দেবীর সম্পর্কে আলোচনা করবেন প্রত্যেক দলকে নিম্নের প্রশ্নের আলোকে একজন দেবদেবীর বর্ণনা করতে দেবেন।
  - ✓ দেব-দেবীর বর্ণ কী?
  - ✓ দেব-দেবীর বাহন কী?
  - ✓ কোন সময় কোন দেব-দেবীর পূজা হয়?
  - ✓ কোন ফুল দিয়ে পূজা করা হয়?
  - ✓ কোন পূজা প্রতিদিন করা হয়?
- আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছবি না দেখিয়ে এক একজন দেব-দেবী সম্পর্কে বর্ণনা করবেন। বর্ণনা করার পর শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন এটি কোন দেব/দেবী? শিক্ষার্থীদের হাত তুলতে বলবেন এবং প্রত্যেক দল থেকে একজনকে বলতে দেবেন।
- ঐ দেব/দেবী সম্পর্কে যদি অন্য দলের কেউ কিছু জানে, তা বলতে উৎসাহিত করবেন।
- এভাবে সব দেব-দেবীর সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করে আলোচনা শেষ করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর দেব-দেবী রূপে তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ করে থাকেন। যেমন- দুর্গা, কালী, শিব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। মানুষ দেব-দেবীর পূজা করে। দেব-দেবীরা খুশি হন। মানুষকে আশীর্বাদ করেন। কোনো কোনো পূজা **প্রতিদিন ঘরে করা হয়। আবার** কোনো দেব-দেবীর পূজা তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী হয়ে থাকে।

পাঠসমাপ্তি: পাঠশেষে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>দুর্গা</td><td>লক্ষ্মী</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>বিষ্ণু</td><td>কার্তিক</td></tr>
</table>

সরস্বতী	শিব

পাঠ- ৫: লক্ষ্মী ও কার্তিক

শিখনফল: ৪.১.৪ কয়েকজন দেব-দেবীর নাম বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, খেলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: লক্ষ্মী ও কার্তিকের ভিডিও/ ছবি/ মডেল।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর কল্যাণময়। আমরা তাঁর কল্যাণময় রূপ দেখতে চাই। তবে তিনি ভীষণ রূপও ধারণ করতে পারেন। আমরা জানি, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা। তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই দেব-দেবীরূপে। তিনি সব রূপ ধারণ করতে পারেন। মানুষের কল্যাণের জন্য যখন যে শক্তির প্রয়োজন, ঈশ্বর তখন সেই রূপে আবির্ভূত হন। আবার মুনিঋষিরা তাঁদের চিন্তায় ধ্যানে ঈশ্বরকে নানারূপে দেখেন। এই রূপ দেব-দেবীর রূপ। আমরা ঈশ্বরকেই দেব-দেবীরূপে পূজা করি। তেমনি দুজন দেবদেবী হলেন লক্ষ্মী ও কার্তিক।

লক্ষ্মী: আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীপূজা হয়। একে বলা হয় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। এছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার পাঁচালি পড়ে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। তাঁর বর্ণ গৌর। লক্ষ্মী পদ্মাসনা। লক্ষ্মীর ডান হাতে থাকে পদ্মফুল, বাম হাতে শস্যের ছড়া। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী। লক্ষ্মী পূজায় আল্পনা দেওয়া হয়। ভোগ হিসেবে লুচি, খিচুড়ি, পায়েস, লাবড়া, ফলমূল এবং নাড়ু-মোয়া দেওয়া হয়। নানাভাবে লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। যেমন- মাটির প্রতিমা, পোড়া মাটির ঘট, সরায় পটচিত্র। যার যেমন সুবিধা সে তেমন করেই পূজা করে।

কার্তিক: শিব-পার্বতীর একজন সন্তান কার্তিক। তিনি দেবসেনাপতিরূপে তারকাসুরকে বধ করেছিলেন। কার্তিকের গায়ের বর্ণ হলুদ। তাঁর হাতে থাকে ধনুক ও বাণ। কার্তিকের বাহন ময়ূর। তিনি চিরকুমার। দুর্গাপূজায় কার্তিকেরও পূজা হয়। আবার কার্তিক মাসে আলাদা করেও পূজা হয়। সাধারণত কার্তিক মাসের শেষদিনে কার্তিক পূজা হয়ে থাকে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২. পাঠে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গতকালের পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।

- সবচেয়ে বড়ো পূজা কোনটি?
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে দেবীর পূজা হয় তাঁর নাম কী?
- গতকাল কয়েকজন দেব-দেবীর আলোচনা করা হয়েছিল তাঁদের নাম কী কী?
- শিক্ষক আল্পনা দেওয়ার অভিনয় করে দেখাবেন এবং কী করছেন শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। প্রয়োজনে আল্পনার ছবি দেখাবেন।
- কোন পূজায় মাটির ঘট বিতরণ করা হয়? ঘট/ছবি দেখাবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন।

৪. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য কয়েকজন দেব-দেবীর মধ্যে লক্ষ্মী ও কার্তিক সম্পর্কে আলোচনা করব বুঝিয়ে বলবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

প্রথমে লক্ষ্মীর ভিডিও/ মডেল বা ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদেরকে ভালোভাবে দেখতে বলবেন এবং এক মিনিট চিন্তা করতে দেবেন। তারপর নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন–

- ছবিতে যাঁকে দেখতে পাচ্ছ তাঁর নাম কী?
- তাঁর গায়ের বর্ণ কী?
- তাঁর বাহন কে?
- লক্ষ্মীর হাতে কী কী আছে?
- কখন পূজা করা হয়?
- কী কী ভাবে লক্ষ্মীপূজা হয়ে থাকে?
- কোন পূজায় আল্পনা দেওয়া হয়?
- লক্ষ্মীপূজায় কী কী ভোগ দেওয়া হয়?

উপর্যুক্ত প্রশ্নোত্তর আলোচনার মাধ্যমে লক্ষ্মী দেবীর পরিচয় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

একইভাবে কার্তিকের ভিডিও/ মডেল বা ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদেরকে ভালোভাবে দেখতে বলবেন এবং এক মিনিট চিন্তা করতে দেবেন। তারপর নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন–

- ছবিতে যাঁকে দেখতে পাচ্ছ তাঁর নাম কী?
- তাঁর গায়ের বর্ণ কী?
- তাঁর বাহন কে?
- তাঁর হাতে কী কী আছে?

- কখন কার্তিক পূজা হয়?
- তাঁকে আর কী নামে ডাকা হয়?
- কার্তিকের বাবা-মার নাম কী?

উপর্যুক্ত প্রশ্নোত্তর আলোচনার মাধ্যমে কার্তিকের পরিচয় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করবেন।
- তারপর ডানদিকের দলকে বলবেন লক্ষ্মী সম্পর্কে বামদিকের দলকে একটি প্রশ্ন করতে। আর বামদিকের দলকে বলবেন কার্তিক সম্পর্কে ডানদিকের দলকে একটি প্রশ্ন করতে।
- এভাবে প্রশ্ন ও উত্তরের খেলা চলতে থাকবে। শিক্ষক প্রয়োজনে প্রশ্ন করে আলোচনার সূত্র ধরিয়ে দেবেন।
- আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যার যার জায়গায় বসতে বলবেন। সবাইকে লক্ষী ও কার্তিক যার যেটা ইচ্ছা ছবি আঁকতে দেবেন। (পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে)
- এভাবে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্মী ও কার্তিক সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

শিক্ষার্থীদের নিচের বামদিকের ছবির সাথে ডানদিকের শব্দ মিলাতে দেবেন-

	হলুদ বর্ণ
	ময়ূর
	পদ্মফুল

	ধানের ছড়া
	তির-ধনুক
	পেঁচা

আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যার যার জায়গায় বসতে বলবেন। সবাইকে লক্ষ্মী ও কার্তিক যার যেটা ইচ্ছা ছবি আঁকতে দেবেন।

- সময় থাকলে "এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে" গানটি গাইতে গাইতে পাঠ শেষ করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: লক্ষ্মী ও কার্তিক দেব-দেবী হিসেবে ঈশ্বরেরই রূপ। আমরা সেই ঈশ্বরকে পূজা করি। আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা এবং কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা হয়। লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী। কার্তিক হলেন দেবসেনাপতি। দুই পূজাতেই ভোগ হিসেবে লুচি, খিচুড়ি, পায়েস, লাবড়া, ফলমূল দেওয়া হয়। লক্ষ্মী শান্ত-শিষ্ট দেবী। কার্তিক বীরের প্রতীক। আমরা লক্ষ্মী ও কার্তিক পূজা করব।

পাঠসমাপ্তি: পাঠশেষে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ- ৬: পূজা ও উৎসব

শিখনফল: ৪.১.৪ কয়েকজন দেব-দেবীর নাম বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, খেলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: বিভিন্ন পূজা ও উৎসবের ভিডিও/ছবি/মডেল।

বিষয়বস্তু

আমরা দেব-দেবী সম্পর্কে জেনেছি। তাঁরা ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রতীক বা রূপ। দেব-দেবীদের শক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি। দেব-দেবীর কথা বেদে, পুরাণে উল্লেখ আছে। আমরা যে সমস্ত ধর্মীয় উৎসব পালন করি তার মধ্যে দুর্গাপূজা,

বাসন্তীপূজা, জন্মাষ্টমী, কালীপূজা, দোলযাত্রা, শিবের গাজন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পূজা করলে দেব-দেবীরা খুশি হন। মানুষ তার মঙ্গলের জন্য দেব-দেবীর পূজা করে থাকে। পূজায় দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরি করে পূজা করা হয়। মন্দিরে সাজসজ্জা করা হয়। ফুল, বেলপাতা, জল, ভোগ দিয়ে, দেবতার সামনে নিবেদন করে পূজা করা হয়। দুর্গাপূজা বাঙালির কাছে প্রাণের প্রিয় শারদ উৎসব। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত দেবতার আরাধনা করা হয়। জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন করা হয় ভাদ্র মাসে। এভাবে বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন পূজা-উৎসব হয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি আনন্দদায়ক কোনো খেলা, গল্প, ধর্মীয় গান ইত্যাদি করবেন।

২. আজকের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

- কয়েকজন দেব-দেবীর নাম বলো।
- বাঙালির সবচেয়ে বড়ো পূজা কোনটি?
- কোন কোন পূজায় আমরা আরতি করি?
- রং খেলা কখন হয়?
- রং খেলা কোন পূজার পরে হয়?
- শিব-পার্বতীর নাচ হয় কখন?

৩. শিক্ষার্থীরা উত্তর দেওয়ার সময় হাত তুলে সাড়া দেবে। আপনি দৈবচয়নের ভিত্তিতে এক এক করে উত্তর বলতে বলবেন। কয়েকজনের নিকট থেকে উত্তর শুনবেন, প্রয়োজনে বোর্ডে লিখবেন। প্রশ্নোত্তরে আলোচনার মাধ্যমে দেব-দেবীদের পূজা ও উৎসব বুঝিয়ে বলে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন।

৪. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মাবলম্বীরা কী কী পূজা ও উৎসব পালন করে, বুঝিয়ে বলবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

- কয়েকটি পূজার ভিডিও/ মডেল বা ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদেরকে ভালোভাবে দেখতে বলবেন এবং এক মিনিট চিন্তা করতে দেবেন। ছবির বিষয়বস্তুর আলোকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:
  - ✓ কোনটি কোন পূজার ছবি?
  - ✓ এ ছবিতে কী করা হচ্ছে?
  - ✓ কোন দেবতা বা দেবীর পূজা করা হচ্ছে?
  - ✓ পূজা করার জন্য কী কী ব্যবহার করা হচ্ছে?
  - ✓ এছাড়া আরও কী কী পূজা করা হয়?
- উপর্যুক্ত প্রশ্নোত্তর আলোচনার মাধ্যমে হিন্দুরা কী কী পূজা করে তা বলবেন। সকলে মিলে যখন এই পূজা করা হয়, নানাবিধ আনন্দ করা হয় তখন তাকে উৎসব বলে। উৎসবের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে বসাবেন।
- এবার দুর্গাপূজা উৎসবে, রথযাত্রা উৎসব, সরস্বতী পূজা, জন্মাষ্টমী উৎসব, দোল উৎসব ইত্যাদি পূজার নাম কার্ডে লিখে এক এক দলকে লটারির মাধ্যমে একটি করে কার্ড দেবেন।
  - ✓ কোন পূজা কখন হয়?
  - ✓ পূজামণ্ডপ কীভাবে সাজানো হয়েছে?
  - ✓ এ পূজা উৎসবে আমরা কী কী করি?
  - ✓ এই পূজায় মূলত কী কী খাবার তৈরি হয়?
  - ✓ বিজয়া দশমীর দিন আমরা কী কী করি?
- শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করে যে দলের যে পূজা পড়েছে সেই পূজার আয়োজন করার, পূজায় কী কী করা হয়, কী কী খাওয়া হয় সব কিছু অভিনয়ের মাধ্যমে দেখানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে বলবেন। প্রত্যেক দলকে প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করবেন। তারপর প্রত্যেক দলকে উপস্থাপন করতে বলবেন। উপস্থাপনের পর কোনো কিছু বাদ পড়লে শিক্ষক তা পূরণ করে দেবেন।
- শিক্ষক নিচের ছবিগুলো একটা একটা করে দেখে শিক্ষার্থীদের ছবি না দেখিয়ে বর্ণনা দেবেন এবং বর্ণনানুযায়ী কোন পূজা-উৎসবের কথা বলা হয়েছে শিক্ষার্থীরা তা বলবে।

দুর্গাপূজা

জন্মাষ্টমী

সরস্বতীপূজা

শিবের গাজন

রথযাত্রা

যতক্ষণ শিক্ষার্থীরা সঠিক পূজা উৎসবের নাম না বলতে পারবে ততক্ষণ শিক্ষক বর্ণনা করে যাবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: পূজা ও উৎসব মানে পূজা মণ্ডপে ফুল-বেলপাতা-নৈবেদ্য সাজানো, আলোকসজ্জা, বিভিন্ন রকম খাদ্যের আয়োজন, নাচগান করে আনন্দ করা। যেমন হয়ে থাকে দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, বাসন্তীপূজা, জন্মাষ্টমী, কালীপূজা, দোলযাত্রা, শিবের গাজন, অষ্টপ্রহর হরিনাম কীর্তন ইত্যাদি। এসব পূজা উৎসবের মধ্য দিয়ে দেব-দেবীকে খুশি করা হয়। তাঁরা খুশি হয়ে আমাদের কল্যাণ করেন। শুধু তাই নয়, সামাজিক যোগাযোগও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন উৎসব হয় বলে সারা বছরই কোনো না কোনো উৎসব হয়।

পাঠসমাপ্তি: পাঠশেষে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৭: অন্য ধর্মাবলম্বীদের উৎসব (ঈদ)

শিখনফল: ৪.১.৬ অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে জেনে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, খেলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: ঈদের ছবি ও ভিডিও।

বিষয়বস্তু

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদ। আরবি ঈদ শব্দের অর্থ উৎসব। মুসলমানরা সাধারণত বছরে দুটো ঈদ উদ্‌যাপন করেন। রমজানে মাসজুড়ে উপবাসব্রত বা রোজা রাখার পর ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করা হয়। জিলহজ্জ মাসের দশম দিন ঈদুল আজহা পালিত হয়। একে কুরবানির ঈদও বলা হয়। এ দিন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু উৎসর্গ করা হয়।

চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে ঈদের দিন। তাই ঈদের আগের রাতকে চাঁদ রাত বলা হয়। চাঁদ দেখা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎসব শুরু হয়। ঈদের দিন মুসলমানরা দল বেঁধে ঈদগাহে নামাজ পড়তে যান। একজন আর একজনকে 'ঈদ মোবারক' বলে শুভেচ্ছা জানান। নতুন কাপড় পরে তারা ঘুরে বেড়ান। ঘরে ঘরে মজাদার খাবার রান্না করা হয়। আমরাও তাদের উৎসবে অংশগ্রহণ করি। এছাড়া ঈদ-ই মিলাদুন্নবী, শবে মেরাজ, শবে কদর, আশুরা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন এবং আনন্দদায়ক কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. এরপর শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য উপকরণের চিত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

- এই ছবিতে তোমরা কীসের ছবি দেখতে পাচ্ছ?
- ঈদের একটি গান তোমরা গাইতে পারো?
- শিক্ষার্থীরা না পারলে 'রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' গানটি গেয়ে শোনাবেন। তাদের কণ্ঠ মেলাতে আহ্বান জানাবেন।

উত্তর পাওয়ার জন্য কিছুটা সময় অপেক্ষা করবেন। ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তা গ্রহণ করবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'ঈদ' লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। বলবেন, আজ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে জানব।

খ. মূলপাঠ

১. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের তিনটি দলে বিভক্ত করবেন।
- তিনটি দলকে যথাক্রমে ঈদে মুসলমান বন্ধুরা কী করে, কী খায়, কীভাবে শুভেচ্ছা জানায় তা আলোচনা করে উপস্থাপন করতে বলবেন।

প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। তাদের উত্তর সঠিক না হলেও উৎসাহ দেবেন। সঠিক উত্তর বলে দেবেন।

- ✓ বছরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কয়টি ঈদ পালন করে?
- ✓ ঈদ দুটির নাম কী?
- ✓ ঈদুল ফিতর কখন হয়?
- ✓ রমজান মাসে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কী করে?
- ✓ ঈদুল আজহা কখন হয়?
- ✓ ঈদুল আজহায় কী করা হয়?
- ✓ ঈদের আগের রাতকে কী বলা হয়?

- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বোর্ডে ঈদের উপর একটি মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন।

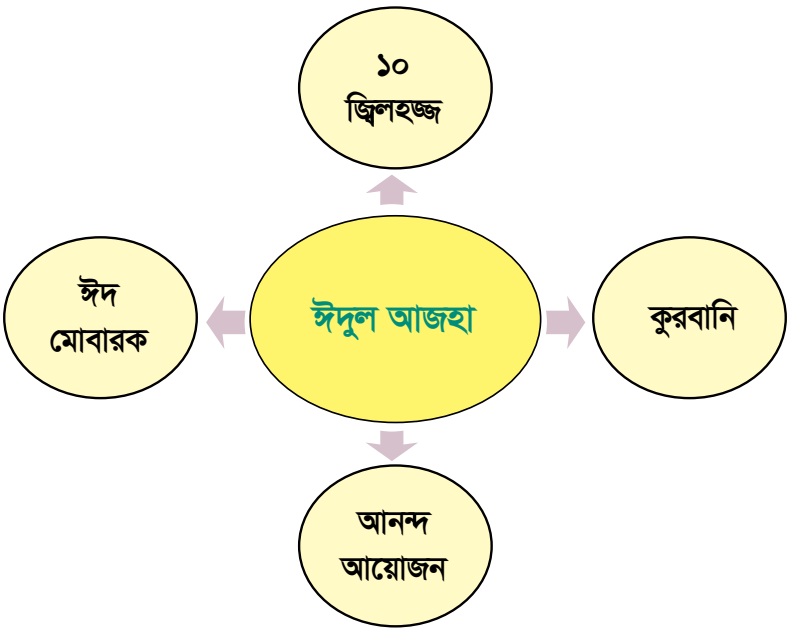

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদ। সাধারণত বছরে দু'বার ঈদ উদ্‌যাপিত হয়। ঈদ সাম্য ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য চর্চার এক চমৎকার উৎসব।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

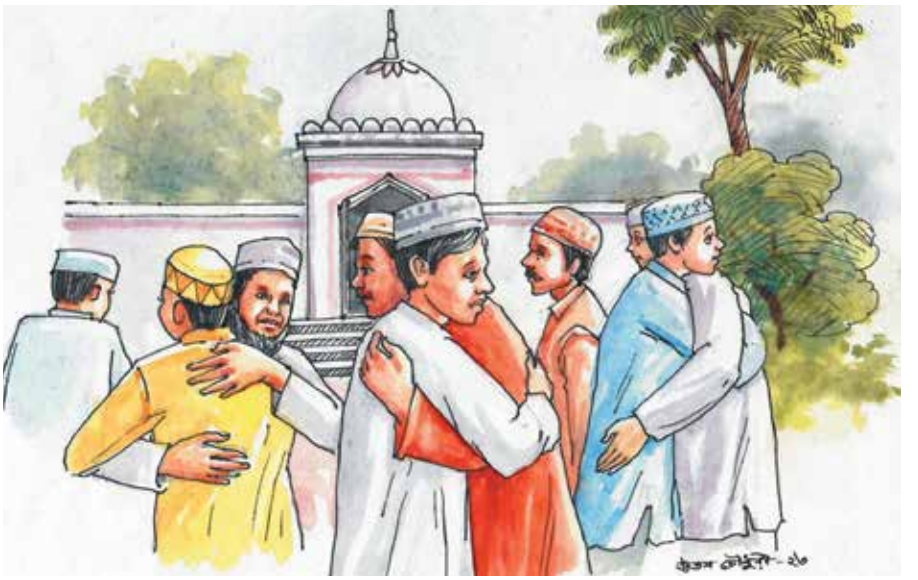

ঈদের দিন

পাঠ-৮: অন্য ধর্মাবলম্বীদের উৎসব (বুদ্ধপূর্ণিমা ও বড়োদিন)

শিখনফল: ৪.১.৬ অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে জেনে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, খেলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: বুদ্ধপূর্ণিমা ও বড়োদিনের দুটো ছবি/ ভিডিও।

বিষয়বস্তু

বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিকে বুদ্ধপূর্ণিমা বলা হয়। এ দিনে মহাপুরুষ গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। ৩৫ বছর বয়সে এ দিনেই তিনি বুদ্ধত্ব বা সিদ্ধি লাভ করেন। ৮০বছর বয়সে এ দিনে তিনি মহাপরিনির্বাণ বা মৃত্যুবরণ করেন। তাই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বন্ধুদের কাছে বুদ্ধপূর্ণিমা প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এ দিনে তাঁরা বিহারে বিহারে প্রদীপ জ্বালান। পূজা অর্চনা করেন। প্রার্থনা নিবেদন করেন। 'শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা' বলে তাঁদের এ দিনে শুভেচ্ছা জানাতে হয়। এছাড়া আষাঢ়ী পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

২৫ ডিসেম্বর খ্রিষ্টান ধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন। এ দিনকে বড়োদিন বলা হয়। বড়োদিন খ্রীষ্ট

ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এদিন গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থানে ক্রিসমাস ট্রি সাজিয়ে রাখা হয়। সান্তাক্লজ নামের এক দাদু বাচ্চাদের বিভিন্ন উপহার বিলি করে বেড়ান। রঙিন ফুল, কাগজ ও আলো দিয়ে ঘর-বাড়ি সাজানো হয়। সবাই সেদিন খুব আনন্দ করে। 'মেরি ক্রিসমাস' বলে সেদিন শুভেচ্ছা জানাতে হয়। 'শুভ বড়োদিন' বলেও একে অপরকে শ্রদ্ধা জানায়।

এছাড়া গুড ফ্রাইডে, ইস্টার সানডে খ্রিষ্টানদের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন এবং আনন্দদায়ক কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. এরপর শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য উপকরণের চিত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

- বোর্ডে তোমরা কীসের কীসের ছবি দেখতে পাচ্ছ?

উত্তর পাওয়ার জন্য কিছুটা সময় অপেক্ষা করবেন। ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তা গ্রহণ করবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ' বুদ্ধপূর্ণিমা ও বড়োদিন' লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। বলবেন, আজ বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে জানব।

খ. মূলপাঠ

প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। তাদের উত্তর সঠিক না হলেও উৎসাহ দেবেন। সঠিক উত্তর বলে দেবেন।
  - ✓ বুদ্ধপূর্ণিমা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?
  - ✓ সেদিন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা কী করেন?
  - ✓ ফানুস কী?
  - ✓ কী বলে বুদ্ধপূর্ণিমায় শুভেচ্ছা জানাতে হয়?
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বোর্ডে বুদ্ধপূর্ণিমার ওপর একটি মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন ।

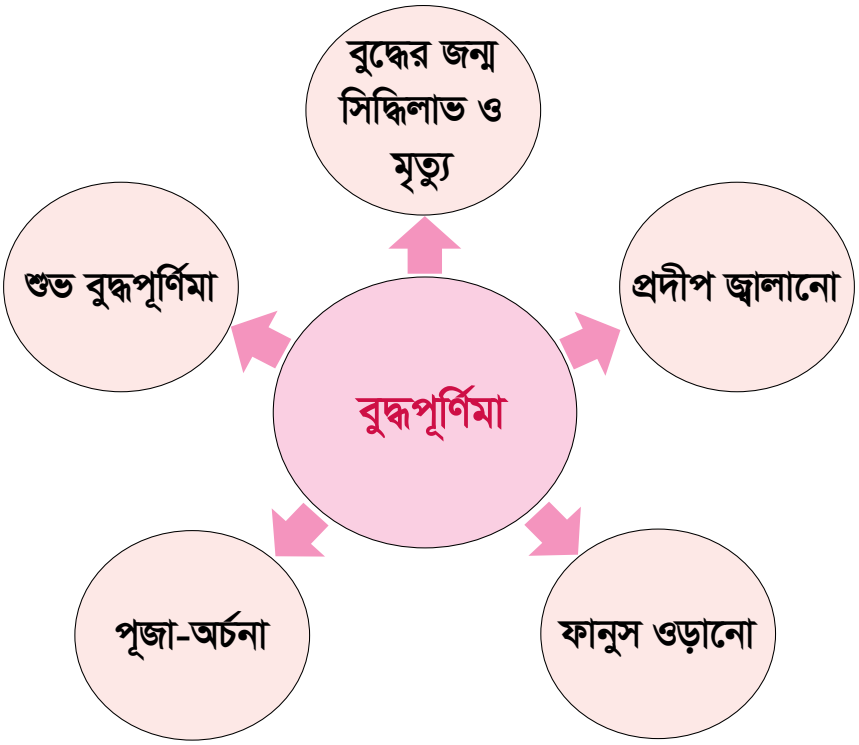

ধন্য হলো এই ধরাধাম
সাম্যের কেতন উড়িল
রানী মহামায়ার কোলে
সিদ্ধার্থ আসিল।

গানটি শিক্ষার্থীদের নিয়ে গাইবেন।

প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। তাদের উত্তর সঠিক না হলেও উৎসাহ দেবেন। সঠিক উত্তর বলে দেবেন।
  - ✓ বড়োদিন গুরুত্বপূর্ণ কেন?
  - ✓ সেদিন খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা কী করেন?
  - ✓ সান্তাক্লজ কে?
  - ✓ বড়োদিনে শুভেচ্ছা জানাতে হয়?
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বোর্ডে বড়োদিনের ওপর একটি মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন।

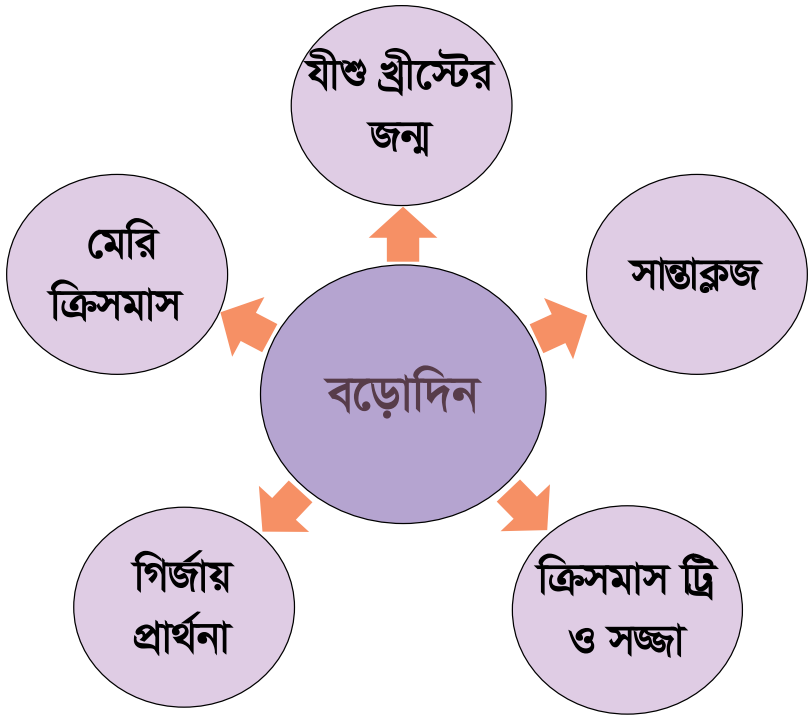

সেই দিনটাও বড়োদিন ছিল
মেরির পুত্র যীশু জন্মনিল
তবে থেকে এই দিন ধন্য হলো
যে শুভদিন যীশু জন্ম নিল

গানটি শিক্ষার্থীদের নিয়ে গাওয়ার চেষ্টা করবেন

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন
শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা বিহারে ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা গির্জায় তাদের ধর্ম অনুষ্ঠানগুলো করে থাকে। আমরা চাইলে সেসব অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারি। মহাপুরুষদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারি।
পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

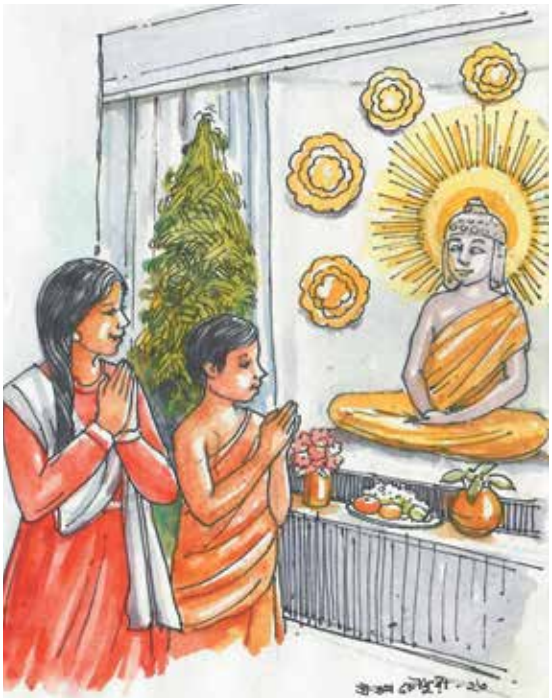

বুদ্ধপূর্ণিমা

বড়োদিন

পাঠ-৯: শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

শিখনফল: ৪.১.৭ সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারবে ।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, খেলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক সম্প্রীতির ছবি।

বিষয়বস্তু

পৃথিবী জুড়ে নানা ধর্মের মানুষের বসবাস। আমাদের দেশেও মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান নানা ধর্মের মানুষ বাস করে। আমরা একসাথে বসবাস করি। প্রত্যেকের রয়েছে পৃথক পৃথক ধর্মীয় উৎসব। মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা, হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। এছাড়াও রয়েছে জন্মাষ্টমী, সরস্বতীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, গণেশপূজা, শিবপূজা ইত্যাদি। বৌদ্ধদের বুদ্ধপূর্ণিমা প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এছাড়া রয়েছে আষাঢ়ী পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা ইত্যাদি। বড়োদিন খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এছাড়া গুড ফ্রাইডে, ইস্টার সানডে খ্রিষ্টানদের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব।

ঈদের সময় মুসলমানদের সাথে অন্য ধর্মের মানুষেরাও আনন্দে মেতে ওঠে। অন্য ধর্মের ধর্মীয় উৎসবগুলোতেও এমনি ঘটনা ঘটে। দুর্গাপূজাতেও অন্য ধর্মের মানুষেরা আসে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা হয়। সেখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক উৎসব যেমন: অন্নপ্রাশন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠানেও অন্য ধর্মের মানুষকে নিমন্ত্রণ করা হয়। সকলের বিপদে একে অপরকে সাহায্য করে। এভাবে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ আমাদের দেশে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন এবং আনন্দদায়ক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন:

- ✓ গত ক্লাসে আমরা কী আলোচনা করেছিলাম?
- ✓ কয়েকটি পূজা ও উৎসবের নাম বলো।
- ✓ তোমার সাথে অন্য কোন ধর্মের বন্ধু আছে?
- ✓ তাদের ধর্মীয় উৎসবের নাম কী?
- ✓ পূজায় কাদেরকে নিমন্ত্রণ করো?
- ✓ ঈদ, বড়োদিন বা বুদ্ধপূর্ণিমার অনুষ্ঠানে তোমরা যাও কি?

৩। শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানে উৎসাহিত করবেন, প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

৪। আজকের পাঠের উদ্দেশ্য সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

শিক্ষক ১ নং ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়ে প্রশ্ন করবেন:

- ছবিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?
- এটা কোন ধর্মের মানুষদের উৎসব?
- এরপর ২ নং ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন, ছবিতে কী কী দেখতে পাচ্ছি?
- এই ধরনের উৎসবে তুমি কখনো গিয়েছ?
- এভাবে ৩ ও ৪ নং ছবিতে কী বোঝানো হয়েছে? প্রশ্ন করে উত্তর জানতে চাইবেন প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের বিষয়বস্তু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিয়ে আলোচনা করে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

২. দলগত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন (যদি সম্ভব হয়)। 'বিত্তের উৎসব আনন্দ' গল্পটি আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করবেন। মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবেন।

বিত্তের উৎসব আনন্দ

ঈদের ছুটিতে মায়ের সাথে মামাবাড়িতে বেড়াতে গেছে বিত্ত। দাদু ঈদের দিন তাকে প্রথমবারের মতো ঈদগাহে নিয়ে গেল। ছোটো-বড়ো সবাইকে কোলাকুলি করতে দেখে খুব মজা পেল। স্কুল শিক্ষক দাদুর অনেক পরিচিত জন তাকে এটা সেটা উপহার কিনে দিল। বাড়িতে ফিরে দেখল প্রতিবেশীরা অনেক রকমের মিষ্টি, সেমাই, পোলাও, মাংস, খিচুড়ি ইত্যাদি খাবার দিয়ে গেছে। বিত্তদের বাড়ির কাছে মুসলমান নেই। তাই ঈদের আনন্দ সে আগে উপভোগ করেনি। মামাবাড়িতে ঈদে এসে সে খুব মজা পেল। মাকে বলল, প্রতি বছর ঈদে আমরা মামাবাড়ি আসব। দিদিমা বললেন, 'দাদুভাই, লক্ষ্মীপূজাতে মামাবাড়িতে এস। দেখবে কত আনন্দ!'

লক্ষ্মীপূজাতে ও মামাবাড়িতে আসল। মামাবাড়ির সবাই বিভিন্ন ধরনের নাড়ু, মোয়া, মিষ্টি বানাতে ব্যস্ত। ছোট্ট বিত্ত ভাবছিল এত খাবার কে খাবে! দুপুরবেলা পূজা শেষ হতে না হতেই দেখল, একে একে নিমন্ত্রিতজনেরা আসছে। সবাইকে নাড়ু, মোয়া, মিষ্টি, মুড়ি, খই, ফল এসব খেতে দেওয়া হলো। পূজা-পরবর্তী দিনগুলোতে বাড়িতে কেউ আসলেই দিদিমা নাড়ু, মোয়া খেতে দিচ্ছিলেন। দাদু বললেন, আমাদের গ্রামের সব মানুষকে আমি এই পূজাতে নিমন্ত্রণ করি। বিত্ত বলল, ইস তোমাদের এখানে ঈদে, পূজাতে কত আনন্দ! দাদু বললেন, "আমার খ্রিষ্টান ছাত্ররা আমাকে বড়োদিনে নিমন্ত্রণ করে। বৌদ্ধ ছাত্ররা বুদ্ধপূর্ণিমাতে নিমন্ত্রণ করে।" বিত্ত বুঝতে পারল, সবার সাথে মিলেমিশে থাকা অনেক মজার।

- গল্প বলা শেষ হলে গল্পের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুযায়ী দল গঠন করবেন।
- প্রত্যেক দলে গল্পের চরিত্র নির্বাচন করে অভিনয় করে দেখানোর প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করবেন।
- প্রস্তুতির জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- সময় অনুযায়ী প্রত্যেক দলকে উপস্থাপন করতে দেবেন।
- উপস্থাপন শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানাবেন।
- শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য কী করতে পারি? প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিচের বিষয়গলি বুঝিয়ে দেবেন।

❖ অন্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা
❖ মিলেমিশে থাকা
❖ উৎসবে নিমন্ত্রণ করা
❖ সবাইকে ভালোবাসা
❖ অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করা

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ.উপসংহার

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালন করে। প্রত্যেক ধর্মের অনুষ্ঠানে ভিন্নতা যেমন আছে আবার মিলও আছে। যেমন প্রত্যেক ধর্মের উৎসবে নানারকম খাবার তৈরি করা হয়। একে অন্যের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করলে আনন্দ বেড়ে যায়। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি অবস্থান করব। সবাই সবাইকে ভালোবাসব।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারস্পরিক সম্প্রীতি

পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ও পারদর্শিতার মাত্রা

ক্রমিক	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ	পারদর্শিতার মাত্রা		
				ভাল	খুব ভাল	উত্তম
৪	৪.১ হিন্দুধর্মগ্রন্থ ও কয়েকজন দেব-দেবীর নাম জেনে বলতে পারা এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের নাম বলতে পারা ও সবার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।	08.02.01.06 **PI- 06**	হিন্দুধর্মগ্রন্থ ও দেব-দেবী সম্পর্কে জেনে শ্রদ্ধাশীল হতে পারছে।	হিন্দুধর্মগ্রন্থ ও দেব-দেবী সম্পর্কে জেনে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে পারছে।	হিন্দুধর্মগ্রন্থের নৈতিক শিক্ষা জেনে নিজ আচরণে তা প্রকাশ করতে আগ্রহী হচ্ছে।	হিন্দুধর্মগ্রন্থ ও দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারছে।
		08.02.01.07 **PI- 07**	অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ ও উৎসবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সবার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারছে।	অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ ও উৎসবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারছে।	অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসবে আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করছে।	সবার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারছে।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবজগৎ ও দেশপ্রেম

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ সম্পর্কে জেনে বলতে পারা, তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং স্বদেশকে ভালোবাসতে পারা।

পাঠ বিভাজন: ৫

পাঠ-১: মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের ধারণা

শিখনফল: ৫.১.১ মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, খেলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ সম্বলিত ছবি।

বিষয়বস্তু

স্রষ্টার সৃষ্টি নৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করে। ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষ একটি। মানুষ তার বুদ্ধির জোরে সবজীবের উপরে স্থান করেছে। আমাদের রয়েছে মন, ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা, রয়েছে সুখ-দুঃখের অনুভূতি। আমাদের চারপাশে রয়েছে অসংখ্য বস্তু। এদের মধ্যে অনেকের জীবন আছে। যেমন: গাছ-পালা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড়, খালি চোখে দেখা যায় না এমন অতিক্ষুদ্র জীবও আছে। সকল ধরনের জীব নিয়ে যে জগৎ গঠিত তাকে জীবজগৎ বলে।

আবার অনেকের জীবন নেই। যেমন: ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা, মাটি, জল, আকাশ, বাতাস, চাঁদ, সূর্য, তারা ইত্যাদি। এরা জড় বস্তু । ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ, অন্যান্য জীব ও জড় বস্তু সবকিছু মিলেই প্রকৃতি। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু সুন্দর। হলুদ সরিষার ক্ষেত, সবুজ ফসলের মাঠ, পাহাড়ি ঝরনা, সমুদ্রের ঢেউ, পাখির কিচির-মিচির শব্দ এমনি কত কিছুই যে মোহিত করে আমাদের! আমরা বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভর করি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

ধর্মীয় গান বা আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য ছবি/ ভিডিও চিত্র দেখিয়ে এবং অভিজ্ঞতা থেকে নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন

* তোমার জানা কয়েকটি জীবের নাম বলো।
* কয়েকটি জড় বস্তুর নাম বলো।
* আমরা আলো পাই কোথা থেকে?
* প্রকৃতির কী কী তোমার ভালো লাগে? ইত্যাদি

শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানে উৎসাহিত করবেন, প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দিবেন।

৩. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন।

৪. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ সম্পর্কে ধারণা' লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ:

উপকরণ প্রদর্শন: শিক্ষক উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়ে প্রশ্ন করবেন–

১. ছবিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?

২. এদের মধ্যে কোন উপাদানগুলোর জীবন আছে?

৩. কোন উপাদানগুলোর জীবন নেই?

৪. বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কী কী প্রয়োজন?

৫. ছবিতে নেই এমন কী কী বস্তু তুমি চেন?

শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন।

দলগত কাজ

- শিক্ষক দুটি দলে ভাগ করে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেবেন।
- সম্ভব হলে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন।
- একটি দলকে ঈশ্বরের সৃষ্ট বিভিন্ন জড় উপাদান এবং অন্যদলকে জীব উপাদান খুঁজে বের করার নির্দেশনা দেবেন।
- মাইন্ডম্যাপের মাধ্যমে দলগত কাজ উপস্থাপন করবেন।

দল: লক্ষ্মী

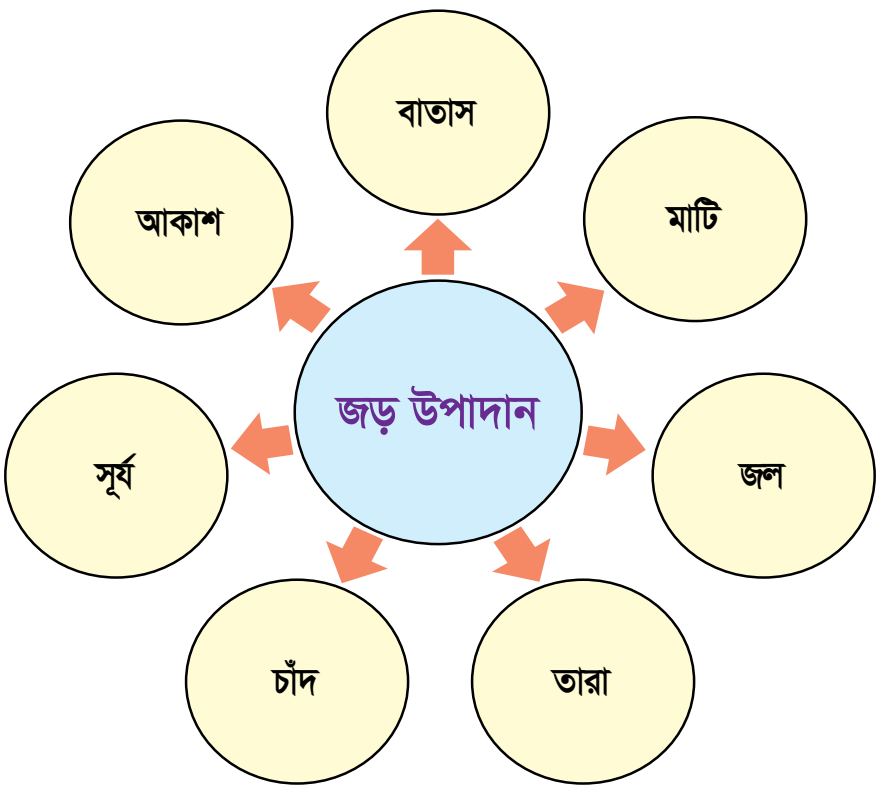

দল: সরস্বতী

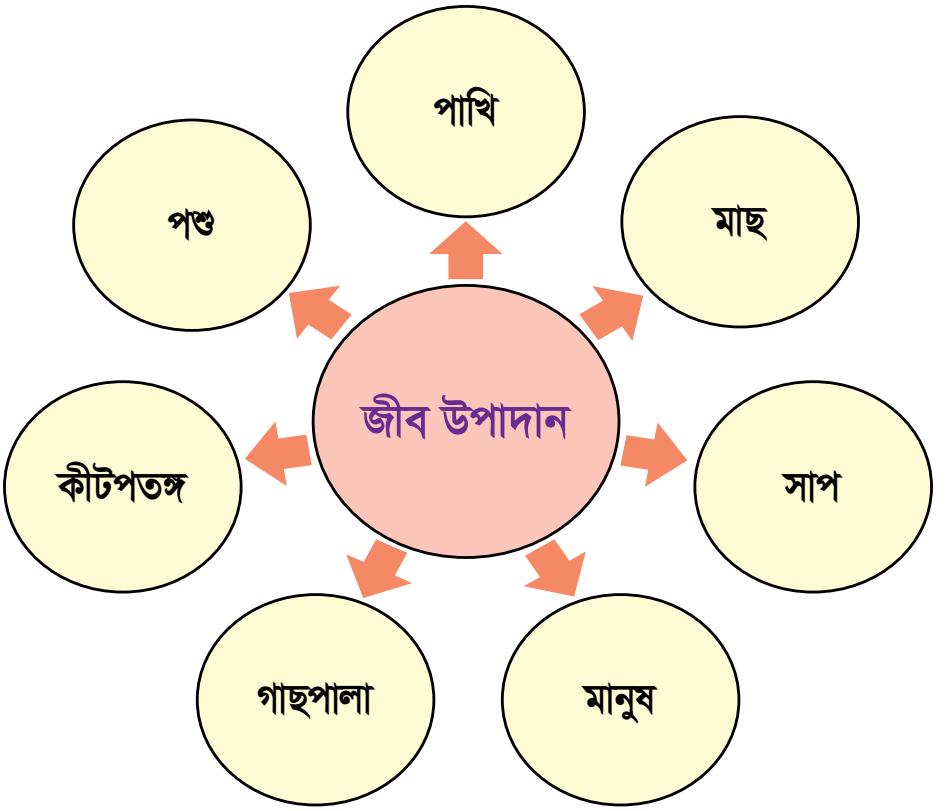

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করেই আমাদের জীবন-যাপন। আমরা মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ সম্পর্কে জেনেছি এবং আনন্দ লাভ করেছি।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

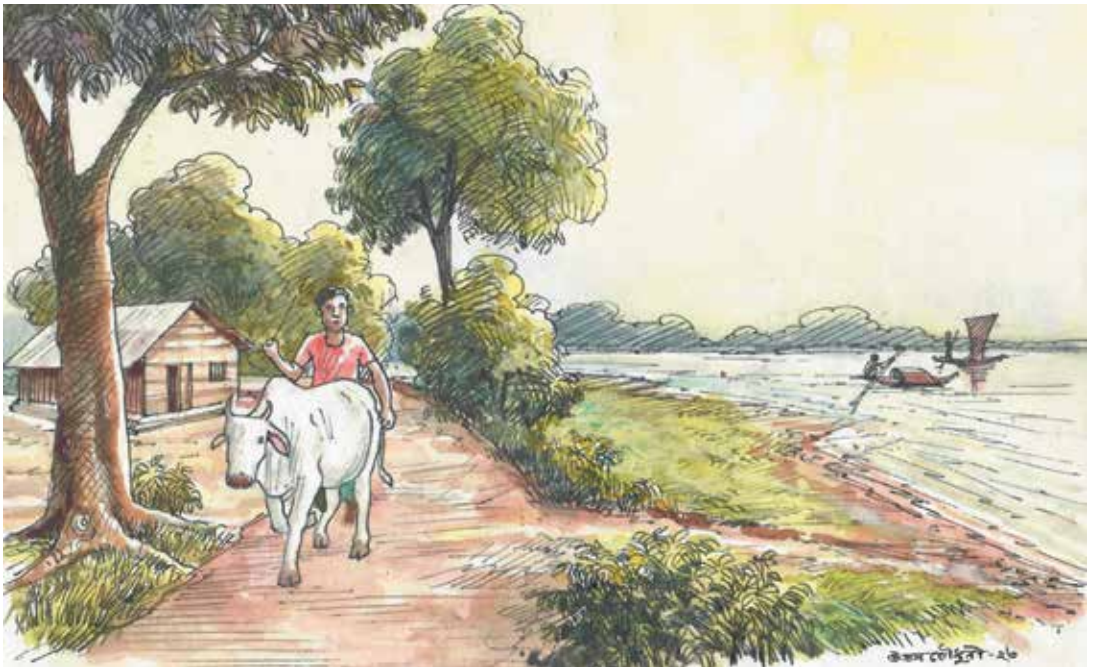

মানুষ ও প্রকৃতি

পাঠ-২: মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক

শিখনফল: ৫.১.১ মানুষ প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, খেলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ সম্বলিত ছবি। (সূর্য, পাহাড়, ঝর্ণা, সরিষার ক্ষেত, গাছ-পালা ইত্যাদি)

বিষয়বস্তু

স্রষ্টা অসীম ক্ষমতার অধিকারী। প্রতিনিয়ত স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর বিশালতা অনুভব করি। মানুষ তাঁর অসাধারণ এক সৃষ্টি । মানুষ অনেক বুদ্ধি পেয়েছে। এই বুদ্ধির জোরে মানুষের অনেক কিছু তৈরি করার ক্ষমতা হয়েছে। আমাদের বসবাসের ঘর, বিভিন্ন আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ , বই-খাতা-কলম, বিভিন্ন যানবাহন, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন এ রকম অসংখ্য জিনিস তৈরি করতে পারে মানুষ। মানুষ যে সকল জিনিস তৈরি করে তার সব উপাদান সে সংগ্রহ করে প্রকৃতি থেকে। জীবন ধারণের জন্য দরকার খাবার। সূর্যের আলো, বাতাস, জল, মাটি এগুলো না হলে ফসল হয় না। আমরা ভাত, ডাল, সবজি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি যা কিছু খাই সবই পাই প্রকৃতি থেকে। বাতাস ছাড়া আমরা নিশ্বাস নিতে পারি না। আমরা যে পোশাক পরি সেগুলো আসে প্রকৃতি থেকে। পাখির মিষ্টি কণ্ঠের গান, পুকুর-নদী-সমুদ্রের ঢেউ, পাহাড়ি ঝর্ণাধারা, চারদিকের সবুজের সমারোহ এমনি প্রকৃতির কত কিছু থেকে যে আমরা নির্মল আনন্দ উপভোগ করি তার শেষ নেই। মানুষ প্রকৃতিরই অংশ। মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই নিবিড়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

- ধর্মীয় গান বা আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন ।
- পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন;
  - ✓ প্রকৃতি কাকে বলে?
  - ✓ ঘরবাড়ি তৈরির কাঠ কোথা হতে পাই?
  - ✓ মানুষ তৈরি করতে পারে এমন কয়েকটি জিনিসের নাম বলো।
  - ✓ প্রকৃতির কোন জিনিসগুলো তোমার পছন্দ?
  - ✓ কেউ দূরে কোথাও ঘুরতে গেলে শোনাও ইত্যাদি
- শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানে উৎসাহিত করবেন, প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।
- আজকের পাঠের উদ্দেশ্য মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন।
- বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক' লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

উপকরণ প্রদর্শন: শিক্ষক উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়ে প্রশ্ন করবেন:

- ছবিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?
- ছবির কোন জিনিসগুলো তুমি বাস্তবে দেখেছ?
- প্রকৃতির কোন জিনিসগুলো তোমাকে আনন্দ দেয়?
- বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কী কী প্রয়োজন?
- ছবিতে নেই এমন কী কী বিশেষ বস্তু তুমি চেন?

শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন।

জোড়ায় কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি জোড়ায় বসার নির্দেশনা দেবেন ।
- জোড়ায় বসে আমরা কী কারণে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল তা নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনা শুনবেন এবং জোড়ায় কাজের মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন।

- মাইন্ডম্যাপ তৈরি শেষে জোড়ায় কাজ উপস্থাপন করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: মানুষের সাথে প্রকৃতির রয়েছে গভীর সম্পর্ক। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করেই আমাদের জীবনযাপন। আমরা মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক জেনেছি এবং আনন্দ লাভ করেছি।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

প্রকৃতি

পাঠ-৩: প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবাসা

শিখনফল: ৫.১.৩ প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবেসে এগুলোর সংরক্ষণে যত্নশীল আচরণ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, খেলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: গাছ লাগানো, প্রাণীকে খেতে দেওয়া, আঙ্গিনা পরিষ্কার করা ইত্যাদির ছবি।

বিষয়বস্তু

প্রকৃতির সুন্দর রূপ দেখতে কার না ভালো লাগে? জীবজগতের সবকিছুই প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতির উপাদান মাটি, জল, বায়ু, আলো ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। তাই এই উপাদানগুলো যেন দূষিত না হয় সেদিকে আমাদের যত্নশীল থাকতে হবে। আমরা বিভিন্নভাবে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করি। গাছপালা না থাকলে বা কমে গেলে কি হবে একটু ভেবে দেখি। গাছের ছায়া আমাদের প্রশান্তি দেয়। গাছ থেকে পাই শ্বাস গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, পাই ফলমূল, পাই ঘরবাড়ি আসবাবপত্র তৈরির জন্য কাঠ। গাছ আমাদের পরম বন্ধু। গাছ প্রয়োজনের চেয়ে কমে গেলে নিশ্বাস নিতে সমস্যা হবে, খাদ্য সমস্যা হবে,কাঠের সমস্যা হবে। তাই বিনা প্রয়োজনে আমাদের গাছ কাটা উচিত নয়। বেশি করে গাছ লাগাব, গাছের যত্ন নিব। সব জীবই কোনো না কোনোভাবে আমাদের উপকার করে। জীবকে ভালোবাসতে হবে। মানুষ হিসেবে মানুষকে ভালোবাসব। বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে সেবা করব। কেউ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন হলে তার যত্ন নিব। জীবের মাঝেই ঈশ্বর বিরাজমান। জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। প্রকৃতি ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকব। প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবাসব। এগুলোর সংরক্ষণে যত্নশীল আচরণ করব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন। ধর্মীয় গান বা আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য পরিবেশের ছবি/ভিডিও চিত্র দেখিয়ে এবং অভিজ্ঞতা থেকে নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন–

- ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ?
- কেন গাছে জল দিচ্ছে?
- গাছ আমাদের কী দেয়?
- পোষা প্রাণীর কীভাবে যত্ন করো?
- বাড়ির কেউ অসুস্থ হলে কী করো?

শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানে উৎসাহিত করবেন, প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দিবেন।

৩. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য 'প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবাসা এবং এগুলোর সংরক্ষণে যত্নশীল আচরণ করা' ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন।

৪. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবাসা' লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

১. অভিনয়

শিক্ষার্থীদের বলবেন আমি তোমাদের কিছু অভিনয় করে দেখাব এ রকম পরিস্থিতি সত্যি হলে তোমরা কী করবে

সে সম্পর্কে বলবে।

অভিনয় ১: পা পিছলে পড়ে যাওয়া

অভিনয় ২: খুব জ্বর

অভিনয় ৩: হঠাৎ কেটে যাওয়া

২. উপকরণ প্রদর্শন: শিক্ষক উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়ে প্রশ্ন করবেন–

- ছবিতে আমরা কী কী দেখতে পাচ্ছি?
- গাছে জল না দিলে কী হয়?
- বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা কয়েকদিন পরিষ্কার না করলে কী হবে?
- জলের মধ্যে ময়লা আবর্জনা ফেললে কী হবে?

শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন।

জোড়ায় কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি জোড়ায় বসার নির্দেশনা দেবেন ।
- জোড়ায় বসে কীভাবে প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবাসতে পারি তা নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন।
- আলোচনা শুনবেন এবং 'কীভাবে প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবাসতে পারি' তার মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন।
- মাইন্ডম্যাপ বোর্ডে উপস্থাপন করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। আমরা প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবাসতে এবং সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে জেনেছি এবং আনন্দ লাভ করেছি।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

প্রাণীকে খাওয়ানো

গাছ লাগানো

আঙ্গিনা পরিষ্কার করা

পাঠ-৪: প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবাসা

শিখনফল: ৫.১.৩ প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবেসে এগুলোর সংরক্ষণে যত্নশীল আচরণ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, গল্প বলা, জোড়ায় কাজ ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ: পুষ্পপত্রের ছবি, গাছ লাগানো, প্রাণীকে খেতে দেওয়া, আঙ্গিনা পরিষ্কার করা ইত্যাদির ছবি।

বিষয়বস্তু

আমাদের চারপাশের সুন্দর প্রকৃতি আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রতিনিয়ত আনন্দ খুঁজি প্রকৃতির মাঝে। আমাদের পূজার উপকরণ ফুল, বেলপাতা, তুলসী, হরীতকী, দুর্বা, তিলক, জল, প্রসাদ প্রভৃতি আমরা পাই প্রকৃতি থেকে। যেদিন বিভিন্ন রকমের সুন্দর সুন্দর ফুল সহ নানা উপাচারে আমরা পূজা দিতে পারি সেদিন আমাদের মনে অন্যরকম প্রশান্তি কাজ করে। আমাদের মনের অনন্য ভক্তির কারণে এমনটি ঘটে। প্রতিটি বাড়িতে ফুলের গাছ থাকলে বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। ফলের গাছ সৌন্দর্য বৃদ্ধির সাথে ফলের চাহিদা মেটায়। বাড়ির আঙ্গিনা বা ছাদে যথাসম্ভব গাছ লাগানো উচিত। গাছ শুধু লাগালেই চলবে না, পরিচর্চাও করতে হবে। প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়। তাই মাটি, জল, বাতাস, গাছ প্রভৃতি প্রকৃতির সকল উপাদান ব্যবহারে আমাদের যত্নশীল হতে হবে। ক্ষুদ্র জীব থেকে বড়ো জীব সবাই কোনো না কোনো ভাবে মানুষের উপকার করে। মানুষ হিসেবে আমাদেরও সবার কথা ভাবতে হবে। প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবেসে এগুলোর সংরক্ষণে যত্নশীল আচরণ করতে হবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন। ধর্মীয় গান বা আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য ছবি/ভিডিও চিত্র দেখিয়ে এবং অভিজ্ঞতা থেকে নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন

- জল দিয়ে আমরা কী কী করি?
- গাছ আমাদের কী কী দেয়?
- পোষা প্রাণীর কীভাবে যত্ন করো?
- বাড়ির কেউ অসুস্থ হলে কী করো?
- কীভাবে আমরা প্রকৃতিকে ভালো রাখতে পারি? ইত্যাদি

শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানে উৎসাহিত করবেন, প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দিবেন।

৩. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য 'প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালবেসে এগুলোর সংরক্ষণে যত্নশীল আচরণ করা' ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন।

৪. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবাসা' লিখে দিবেন।

খ. মূলপাঠ

উপকরণ প্রদর্শন

শিক্ষক উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়ে প্রশ্ন করবেন:

১. ছবিতে আমরা কী কী দেখতে পাচ্ছি?

২. ছবি দেখে নিজেদের মতো গল্প তৈরি করো।

শিক্ষার্থীদের গল্প শুনে সম্ভব হলে গোল হয়ে বসে আকর্ষণীয়ভাবে নিচের গল্পটি উপস্থাপন করবেন এবং বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন।

গল্প বলা

বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে

অর্নি, অভ্র, নিধি, ব্রত, সর্বজিৎ, অথৈ। একই বিদ্যালয়ের কয়েক বন্ধু। প্রতিদিন প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে বিদ্যালয়ে যেতে হয় তাদের। ফিরতেও হয় হেঁটে হেঁটে। পথে পিপাসা পেলে ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে। জল পান করে পিপাসা মিটিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে। কখনো খুব গরমে ক্লান্ত বোধ করলে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করে। মাঝে মাঝে গাছ থেকে কোনো ফল মাটিতে পড়লে কে কুড়াবে হুড়াহুড়ি শুরু করে। বৃষ্টির দিনে পা পিছলে কাদামাটি মেখে বাড়ি ফেরার ঘটনাও ঘটে।

মেঠো রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে মরা জীবজন্তু দেখতে পায় তারা। রাস্তার পাশের কিছু জায়গায় গরু, ছাগল, মানুষের মলমূত্রসহ নোংরা জিনিস থাকে প্রায়ই। এই পথটুকু নাকে হাত বা কাপড় দিয়ে দ্রুত পার হয়ে যায় তারা।

তারা একদিন স্কুল থেকে ফিরছিল। তাদের আর এক বন্ধুর বাবা নতুন গাছের বাগান করছিল। তারা ব্যাগ রেখে গাছ লাগানো দেখছিল। বন্ধুর বাবা গাছের উপকারিতার কথা বলছিলেন। এমন সময় একজন শিকারি তির নিক্ষেপ করলেন। অনেকগুলো পাখি উড়ে গেল। একটি পাখি তীরবিদ্ধ অবস্থায় নিচে পড়ে ছটফট করতে লাগল। শিক্ষার্থীদের খুব কষ্ট হলো। তারা শিকারিকে বোঝালো এভাবে পাখি হত্যা করা ঠিক না।

তারা পথ চলতে চলতে পথকে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করে। অসুস্থ পশুপাখির সেবা করার চেষ্টা করে। বিনা কারণে গাছের ডাল ভাঙে না, পাতা ছেঁড়ে না, ফুল ছেঁড়ে না। প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে।

এভাবে প্রকৃতির নানা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে করতে এবং প্রকৃতিকে ভালোবেসে এগিয়ে চলছে তাদের জীবন।

জোড়ায় কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি জোড়ায় বসার নির্দেশনা দিবেন ।
- জোড়ায় বসে প্রকৃতি সংরক্ষণে করণীয় নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন।
- আলোচনা শুনবেন এবং মাইন্ডম্যাপের মাধ্যমে জোড়ায় কাজ উপস্থাপন করবেন।

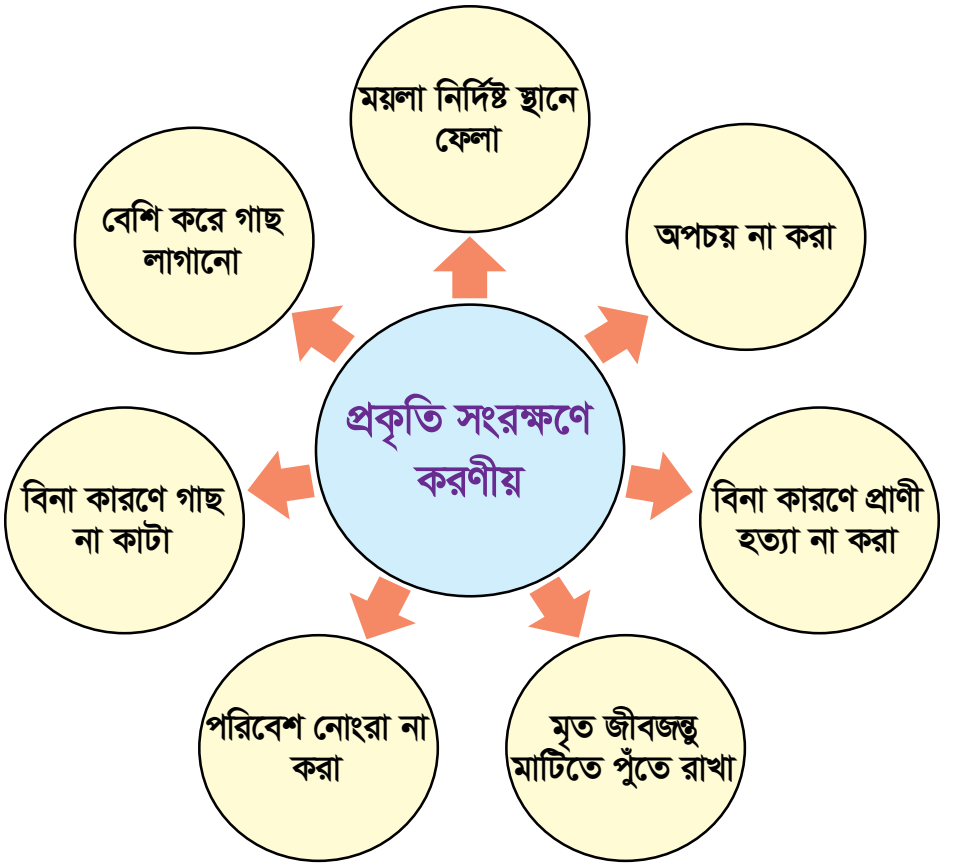

মাইন্ডম্যাপিংএর পর শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: গল্পে গল্পে আমরা প্রকৃতিতে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা জেনেছি। আমরা প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবাসতে এবং সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে জেনেছি এবং আনন্দ লাভ করেছি।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

উপকরণ

পুষ্পপত্র

পাঠ-৫: দেশপ্রেম

শিখনফল: ৫.১.৪ নিজ আচরণে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ: শহিদ মিনার এবং স্মৃতিসৌধে ফুল দেওয়ার ছবি, দেশপ্রেমিকের ছবি ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

নিজের দেশকে ভালোবাসার নামই দেশপ্রেম। যিনি নিজের দেশকে ভালোবাসেন তিনি দেশপ্রেমিক। একজন দেশপ্রেমিক তার দেশের খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, যোগাযোগ প্রভৃতি সব ধরনের সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। তিনি সবসময় দেশের সার্বিক উন্নতি নিয়ে কাজ করেন।

মা যেমন সন্তানকে শিশুকাল থেকে আজীবন স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে বড়ো করেন, দেশও তেমনি মায়ের মতন। দেশের মাটি, জল, আলো, বাতাস অর্থাৎ প্রকৃতির সবকিছুই আমরা উপভোগ করি। তাই মাকে ভালোবাসা দেশকে ভালোবাসা আমাদের পবিত্র কাজ। দেশ কখনো শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশপ্রেমিক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা স্বাধীন হয়েছি। এই যুদ্ধে ৩০ লক্ষ বীর শহিদসহ যাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সকলেই ছিলেন দেশপ্রেমিক। যাঁরা যুদ্ধ করেননি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছেন তাঁরাও দেশপ্রেমিক। যাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁরাও দেশপ্রেমিক। দেশের মঙ্গলের জন্য যাঁরা কাজ করে চলছেন সবাই দেশপ্রেমিক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, রানি রাসমণি, দেশবন্ধু, স্বামী বিবেকানন্দ, ক্ষুদিরাম প্রমুখ ছিলেন দেশপ্রেমিক। আমাদের ধর্মগ্রন্থে দেশপ্রেমের অনেক উদাহরণ রয়েছে।

নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা অর্থাৎ স্বদেশপ্রেম থেকেই বিশ্বপ্রেম জাগ্রত হয়।

দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। আমাদের সবার উচিত দেশকে ভালোবাসা। দেশের যে-কোনো সংকটময় দিনে দেশপ্রেমিকেরা দেশের সেবায়, মানুষের সেবায় এগিয়ে আসেন। পরের পৃষ্ঠায় করোনা মহামারির সময়ে দেশপ্রেমের উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন। ধর্মীয় গান বা আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য ছবি/ভিডিও চিত্র দেখিয়ে এবং অভিজ্ঞতা থেকে নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন:

- ছবিতে আমরা কী দেখছি?
- আমরাও কি এভাবে কখনো বিদ্যালয়ে ফুল দিই?
- আমরা নিজের দেশকে কে কে ভালোবাসি?
- তোমরা কি কেউ কোনো দেশপ্রেমিকের নাম জান?
- আমাদের দেশের জন্য যে যুদ্ধ হয়েছিল সে সম্পর্কে কী জান?
- জাতীয় দিবসগুলোতে আমরা কাদের স্মরণ করি? ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানে উৎসাহিত করবেন, প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দিবেন।

৩. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য দেশপ্রেম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন।

৪. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'দেশপ্রেম' বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

ভূমিকাভিনয়

* শিক্ষক ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ফুটিয়ে তুলবেন।
* ২/৩ জন শিক্ষার্থীর অভিনয় দেখবেন।

উপকরণ প্রদর্শন: উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের ভালো করে দেখার সুযোগ দিয়ে প্রশ্ন করবেন:

- এটা কীসের ছবি?
- শহিদ মিনারে/স্মৃতিসৌধে কেন ফুল দিচ্ছে?
- তোমরা এ সম্পর্কে কোনো গল্প জান?
- ছবির দেশপ্রেমিকদের নাম জান?
- দেশপ্রেমিকদের ছবি দেখিয়ে নামগুলো বারবার অনুশীলন করাবেন।
- "লক্ষ্মী সেবাসংঘ" শীর্ষক গল্পটি শোনাবেন।
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গল্পকে হৃদয়ঙ্গম করাবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন।

গল্প বলা

শিক্ষক করোনা মহামারিকালে দেশপ্রেমমূলক নিচের গল্পটি শিক্ষার্থীদের শোনাবেন।

লক্ষ্মী সেবাসংঘ

করোনা মহামারির সময়ের কথা। ছোঁয়াচে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে অন্য রকম জীবনযাপন চলছে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ কারও সাথে মেশে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটি চলছে। স্কুল শিক্ষিকা লক্ষ্মীদেবী দেখলেন, অনেক পরিচিতজন খাবারের সমস্যায় ভুগছে। বিশেষ করে যে পরিবারে কেউ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে। সেবা পরায়ণা এই নারী দুই সন্তান প্রমা-প্রান্ত ও তাঁর স্বামীর কাছে এদেরকে সাধ্যমতো সাহায্য কীভাবে করা যায় তা নিয়ে পরামর্শ করলেন। প্রতিদিন কারও না কারও বাড়িতে/হাসপাতালে লক্ষ্মীদেবীর হাতের রান্না করা খাবার পৌঁছে যেতে লাগল। স্থানীয় কয়েকজন তরুণ–তরুণী তাকে সহযোগিতায় এগিয়ে এলো। বিতরণ করতে শুরু করলেন মাস্ক, স্যানিটাইজার। নগদ টাকা দিয়েও সাহায্য করলেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সব করছিলেন। তবুও কোভিড ১৯ আক্রান্ত হলেন লক্ষ্মীদেবী। চরম শ্বাসকষ্টের কাছে হেরে গেলেন তিনি। মৃত্যুর পর পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও তাঁর কাজে সহায়তাকারীরা মিলে গঠন করল 'লক্ষ্মী সেবাসংঘ'। স্থানীয় সহযোগিতায় সবসময় প্রস্তুত 'লক্ষ্মী সেবাসংঘ' এর সদস্যরা। দেশের কাজে যাঁরা আত্মনিবেদন করেন তাঁরা মরেও অমর।

- গল্প বলা শেষ হলে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গল্পকে হৃদয়ঙ্গম করাবেন।শিক্ষার্থীদের উত্তরের সুত্র ধরে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন।

- মহাভারত, রামায়ণ বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে দেশপ্রেমিক কয়েকজনের নাম বলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করবেন।

জোড়ায় কাজ

- শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি জোড়ায় বসার নির্দেশনা দিবেন ।
- জোড়ায় বসে আমরা নিজেরা দেশপ্রেমিক হিসেবে কে কোন কাজ করতে আগ্রহী তা নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন।
- আলোচনা শুনবেন এবং মাইন্ডম্যাপের মাধ্যমে জোড়ায় কাজ উপস্থাপণ করবেন।

মাইন্ডম্যাপিংএর তথ্য শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ: দেশের প্রতি দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসাই দেশপ্রেম। আমরা দেশপ্রেমের কথা, দেশপ্রেমিকদের কথা জেনেছি এবং আনন্দ লাভ করেছি।

পাঠসমাপ্তি: সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি।

জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি

শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি

পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ও পারদর্শিতার মাত্রা

ক্রমিক	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ	পারদর্শিতার মাত্রা		
				ভাল	খুব ভাল	উত্তম
৫	৫.১ মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ সম্পর্কে জেনে বলতে পারা, তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং স্বদেশকে ভালোবাসতে পারা।	08.02.01.08 **PI- 08**	মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল হয়ে স্বদেশকে ভালোবাসতে পারছে।	মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল হতে পারছে।	নিজ আচরণে মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারছে।	জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য সামাজিক উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশপ্রেম প্রকাশ করতে পারছে।

(সমাপ্ত)